30 years of CAMPE

আলোর অভিযাত্রা

গণসাক্ষরতা অভিযানের পথচলার তিন দশক

From EFA to Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs)

সবার জন্য শিক্ষা

MDGs

Education 2030

standard chartered

I make the world a better place

A partner for good growth for the last 118 years

With our sustainable banking solutions like Bangladesh's first carbon neutral credit card, first green bond or first green zero coupon bond we are supporting the journey towards net zero for our stakeholders.

For more details, scan this QR code with your phone.

standard chartered/mighty'23

30 years of CAMPE

Av‡jv i Awf hv Îv

1990 - 2023

From EFA to Millennium Development Goals (MDGs) to Sustainable Development Goals (SDGs)

MYmvÿiZv Awfhvb

উপদেষ্টা সম্পাদক
kwd Avn‡g`

সম্পাদনা পর্ষদ
Zcb Kgvi `vk
Aveyj iRv
Awidz Bmjvg
wmRy Bmjvg
†gvK‡Q`y ingvb Rydj

প্রকাশ কাল : ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩

প্রকাশক
iv‡k`v †K. †PŠaix
MYmvÿiZv Awfhvb
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা-১২০৭

†hvMv‡hvM
ফোন: ৮৮-০২-৪১০২২৭৫২-৬
B-‡gBj: info@campebd.org
I‡qemvBU: www.campebd.org
†dBmeyK: facebook.com/campebd

মুদ্রণ : AvMvgx wcÖw›Us GÛ cvewjwks †Kvs
২৭, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

সানন্দ নিবেদন

সারাদেশের সকল মানুষকে সাক্ষর করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াসে ১৯৯০ সালে গঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান। ধীরে ধীরে এ সংগঠনটির ভিত্তিমূল যেমন দৃঢ় হয়েছে, তেমনি কলেবর ও কর্মপরিধিও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেশ ও বিদেশের অনেকের কাছেই এখন এই সংগঠনটি সুপরিচিত।

এ বছর গণসাক্ষরতা অভিযান তার তিন দশক পূর্তি উদ্‌যাপন করছে। এই উপলক্ষ্যকে আনন্দমুখর করে তুলতে আয়োজন করা হয়েছে সুহৃদ সম্মিলনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনব্যাপী এই উৎসবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এডুকেশন ওয়াচ ২০২২ সংক্রান্ত প্রেস ব্রিফিং, এডুকেশন ওয়াচ-এর ২০ বছর উদ্‌যাপন, অভিযানের বার্ষিক সাধারণ সভা এবং সুধী সমাবেশ। গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্যবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, অংশীজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতায় আয়োজিত হচ্ছে এসব অনুষ্ঠান।

এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হলো *Av‡jvi AwfhvÎv* শীর্ষক স্মরণিকা। সংকলনে গ্রন্থিত বিভিন্ন রচনায় অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের আন্তরিক স্মৃতিচারণ স্থান পেয়েছে এবং সেসব থেকেই অভিযানের বিকাশ, কার্যক্রমের বৈচিত্র্য, লক্ষ্য অভিমুখে যাত্রা এবং ভবিষ্যতে এগিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে।

এই স্মরণিকা প্রকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের প্রকাশনাকে সম্ভবপর করে তুলেছে, তাঁদেরও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদনা পর্ষদ

আমাদের কথা

বাংলাদেশের মানুষ একটা সাক্ষর সমাজের স্বপ্ন দেখছে বহুকাল ধরে। বিগত শতাব্দীর শুরু থেকেই সর্বজনীন শিক্ষার কথা আলোচিত হচ্ছে। বয়স্ক শিক্ষার জন্যও গৃহীত হয়েছে নানা উদ্যোগ। সবার জন্য শিক্ষার এ উদ্যোগের সঙ্গে সামিল হয়েছে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনসমূহ।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকেই সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলোও স্কুল-বহির্ভূত শিশুদের শিক্ষা প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি বৃদ্ধিসহ বয়স্ক শিক্ষায়, বিশেষ করে নারী শিক্ষা সম্প্রসারণে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সকল সংগঠনের উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে দেশব্যাপী সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনের জন্য একটি কার্যকর গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে গঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান।

ইতোমধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি ত্রিশ বছর পূর্ণ করেছে। এ ত্রিশ বছরে প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে এবং শিক্ষার নানা ক্ষেত্রেই এ প্রতিষ্ঠান জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও গণসাক্ষরতা অভিযানের শিক্ষা গবেষণা ও এডভোকেসি কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিদদের প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে, শিক্ষায় আমাদের এ সম্মিলিত প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে এবং আরো জোরদার করতে হবে। শিক্ষাকে অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষায় সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নেও আমাদেরকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সর্বস্তরে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সাক্ষরতা দক্ষতার সঙ্গে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে শিক্ষাকে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এ জন্য দেশে বিদ্যমান রীতি-নীতির আওতায় জাতীয় কর্ম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণেও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। একই সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

আমি মনে করি, সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমেই উপর্যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সহজতর হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও গণসাক্ষরতা অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৪ নং লক্ষ্য- সবার জন্য সমতাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা- তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণপূর্বক সকল নাগরিকের শিক্ষার দাবি প্রতিষ্ঠাই হবে এখন গণসাক্ষরতা অভিযানের অন্যতম অঙ্গীকার।

এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমাদের যৌথ প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করি।

30 years of CAMPE

গণসাক্ষরতা অভিযান
CAMPAIGN FOR POPULAR EDUCATION

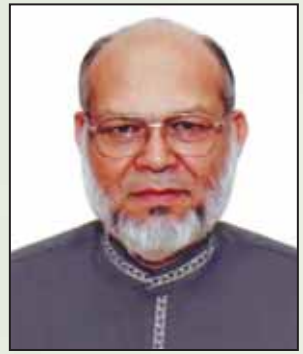

কাজী রফিকুল আলম
চেয়ারপার্সন
MYmv¨iZv Awfhvb

তিন দশকের দীপ্ত পথচলায় গণসাক্ষরতা অভিযান

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অন্যতম স্বপ্ন ছিল দেশের সব মানুষের শিক্ষা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যেই ১৯৭২ সালে প্রণীত পবিত্র সংবিধানে সকল মানুষের জন্য একই ধারার ও একই মানের শিক্ষার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টেও গণমুখী শিক্ষার কথা ঘোষণা করা হয় এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এ সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ গড়ার মহান প্রত্যয়ে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও সরকারের পাশাপাশি দেশে শিক্ষা বিস্তারে এগিয়ে আসে। শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোর কাজে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গণসাক্ষরতা অভিযান। সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি সরকার কর্তৃক গৃহীত সবার জন্য শিক্ষা এবং পরবর্তী সময়ে এমডিজি ও এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করার লক্ষ্যে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

২০০৯ সালে জনগণের অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর জাতির সামনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে প্রণীত এ নীতিমালা স্বল্প সময়ের মধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার আওতায় বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।

সরকারের এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়নে কার্যকর সহায়তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেসরকারি সংগঠনসমূহকে সঙ্গে নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানও এডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং, গবেষণা ও সক্ষমতাবিকাশী নানাবিধ কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী একটি সামাজিক গণজাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও গণসাক্ষরতা অভিযান ইতোমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে।

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। নারী শিক্ষাসহ শিক্ষার সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। আশা করি এ যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

আমি গণসাক্ষরতা অভিযানের সকল উদ্যোগের সঙ্গে সূচনালগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলাম এবং এখনও যুক্ত আছি বলে গর্ব অনুভব করি। আমাদের এ অগ্রযাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

Avigv `Ë, এমপি
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ভাইস চেয়ারপার্সন
MYmvÿiZv Awfhvb

আমাদের এ অভিযাত্রা

শিক্ষা সারা বিশ্বে একটি অন্যতম মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত। এ বিবেচনায় বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানে সকল মানুষের শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সকল মানুষকে একই ধারায় শিক্ষিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি কাজ করছে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো। তারা সকলে মিলে স্যার ফজলে হাসান আবেদ-এর অনুপ্রেরণায় নব্বইয়ের দশকের সূচনালগ্নে প্রতিষ্ঠা করে গণসাক্ষরতা অভিযান। শুরু হয় এ সংগঠনের পথচলা। তখন ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। এক সময় সংগঠনটির প্রশাসনিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন। কিন্তু '৯০-এর দশকের মাঝামাঝি তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য চলে গেলে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের অনুরোধে, বিশেষ করে সংগঠনের চেয়ারপার্সন স্যার ফজলে হাসান আবেদ (আবেদ ভাই)-এর অনুরোধে আমি এ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই।

এখানে আমি একদল নিবেদিতপ্রাণ সহকর্মীদের নিয়ে এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য একদিকে তহবিল সংগ্রহ, অন্যদিকে সংগঠনের ভিত মজবুত করা, সর্বোপরি এটিকে সত্যিকার অর্থে একটি প্রাতিষ্ঠানিক মোর্চা বা কোয়ালিশনে পরিণত করার কাজে হাত দিই। সেই থেকে ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হতে থাকে গণসাক্ষরতা অভিযানের সামগ্রিক কার্যক্রম। শিক্ষা ও সাক্ষরতার পাশাপাশি এ সংগঠনের কর্মপরিধির সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের উপযোগী শিক্ষা, আদিবাসীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি।

১৯৯৬ সালে জাতীয় সম্মেলনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান হাতে নেয় "এডুকেশন ওয়াচ" শীর্ষক গবেষণা। সেই থেকে প্রতি বছর এ সংগঠন শিক্ষার নানা ইস্যু নিয়ে মাঠজরিপভিত্তিক বহুমাতৃক গবেষণালব্ধ সুপারিশমালা নীতিনির্ধারণী মহলে তুলে ধরছে। এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সংগঠনটির পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে প্রায় বিশ্বব্যাপী এবং গণসাক্ষরতা অভিযান যুক্ত হয় শিক্ষা বিষয়ক নানা বৈশ্বিক আন্দোলন ও নেটওয়ার্কের সঙ্গে।

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের অপরাপর সূচকের ন্যায় শিক্ষায়ও এ অগ্রগতি লক্ষণীয়। একই সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের শিখন চাহিদা। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গণসাক্ষরতা অভিযানও গ্রহণ করেছে নানা ধরনের কর্ম-উদ্যোগ। শিক্ষার নবতর চাহিদাসমূহ নিয়ে দিন দিন নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে বলিষ্ঠ হয়েছে গণসাক্ষরতা অভিযানের এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিসহ বিবিধ নীতিমালা প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি ২, ৩ ও ৪ প্রণয়নে সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই যুক্ত রয়েছে ২২টি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে। একই সঙ্গে সংগঠনটি যুক্ত হয়েছে নানা ধরনের উন্নয়ন সহযোগীদের কনসোর্টিয়াম ও নেটওয়ার্কের সাথে।

পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযান যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক, আদিবাসী কোয়ালিশনসহ জাতীয় পর্যায়ের নানাবিধ নেটওয়ার্কের সঙ্গে। বিশেষ করে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান গঠন করেছে "মাল্টি-লিঙ্গুয়াল এডুকেশন ফোরাম", পরিচালনা করছে "সাক্ষরতা ও অব্যাহত শিক্ষা ফোরাম"সহ আরো নানাবিধ নেটওয়ার্ক। অভিযানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ডজনখানেক শিক্ষক সংগঠন।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক
MYmvÿiZv Awfhvb

গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মপরিধির সঙ্গে আরো যুক্ত হয়েছে টেকসহ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, গৃহশ্রমিক বিশেষ করে নারী গৃহশ্রমিকের অধিকার, শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধিসহ আরো প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি। দেশে সবার জন্য শিক্ষার জাতীয় অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন, বিশেষ করে শিক্ষায় সকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষার মান উন্নয়ন গণসাক্ষরতা অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরই মধ্যে বাংলাদেশ 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত সকল উদ্যোগকে আরো বেগবান করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুসহ সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, শিক্ষার সকল স্তরে সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, বিশেষ করে কোভিড ১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা এবং শিক্ষায় অনলাইন প্রযুক্তির ব্যবহার সহজলভ্য করা ইত্যাদি সকল কাজেই গণসাক্ষরতা অভিযানকে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে আরো অনেক সামনের দিকে, বহু দূর।

গণসাক্ষরতা অভিযানের শক্তির উৎস হচ্ছে এ দেশের অগণিত শিক্ষানুরাগী জনগোষ্ঠী যারা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও তাদের সন্তানদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চান এবং আমাদের অসংখ্য সদস্য সংগঠন ও শুভানুধ্যায়ী যারা নানাভাবে আমাদের সহযোগিতা করে চলেছেন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের এ অভিযাত্রায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, সমর্থন দিচ্ছেন ও সহায়তা প্রদান করছেন, যারা আমাদের সহযাত্রী তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষ করে সরকারের সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, অভিযান কাউন্সিল, সকল সদস্য সংগঠন, বিভিন্ন ফোরাম, নেটওয়ার্ক ও গ্রুপের সদস্যবৃন্দ, মিডিয়াসহ নাগরিক সমাজের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, তারা যেন বিগত সময়ের মতো আগামীতেও আমাদের সাথে থাকেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের তিন দশকের এ পথচলায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন, শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের জানাই অকৃত্রিম শুভেচ্ছা।

আশা করি, সুন্দর, সমৃদ্ধ আগামীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের এ পথচলা অব্যাহত থাকবে। দিন দিন আরো সম্প্রসারিত, দৃঢ় হবে আমাদের যৌথ প্রয়াস- এই আমাদের প্রত্যাশা।

স্মৃতির মণিকোঠায় যাঁরা ভাস্বর হয়ে আছেন

স্যার ফজলে হাসান আবেদ

বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা স্যার ফজলে হাসান আবেদ গণসাক্ষরতা অভিযানেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর অনন্য নেতৃত্ব, নির্দেশনায় গণসাক্ষরতা অভিযান সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর পরামর্শ ও অনুপ্রেরণায় গণসাক্ষরতা অভিযান 'এডুকেশন ওয়াচ' গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়, যা জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। এই মহান স্বপ্নদ্রষ্টার মহাপ্রয়াণ ঘটে ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে। তাঁর আদর্শ ও কর্মপন্থা আমাদের জন্য চিরস্মরণীয় ও অনুপ্রেরণাপ্রদায়ী হয়ে থাকবে।

যেহীন আহমদ

বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের শিক্ষা, সচেতনতা ও উন্নয়নের এক মহান রূপকার যেহীন আহমদ। পাওলো ফ্রেইরীর মতাদর্শের অন্যতম অনুসারী এ মহান সাধকের নিরলস গবেষণার অন্যতম ফসল বয়স্ক শিক্ষার ব্যবহারিক শিক্ষা পাঠমালা, যা শত শত এনজিও কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে। আজীবন তিনি স্বপ্ন দেখেছেন একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থার, নিপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়নের। এফআইভিডিবি'র স্রষ্টা যেহীন আহমদ গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে বিশাল অবদান রেখেছেন। ২০১৮ সালে ২৮ অক্টোবর তিনি আমাদের ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান।

ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী

বীর মুক্তিযোদ্ধা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পর্ষদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাস্থ্যসেবা ও পরবর্তীকালে এদেশের ঔষধনীতি প্রণয়ন ও ঔষধশিল্প প্রসারে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর মেধা, শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন, যা নতুন প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। অভিযান-এর নির্বাহী পর্ষদে থাকাকালীন তাঁর বাস্তবসম্মত, অভিজ্ঞতাপ্রসূত দিক-নির্দেশনা সব সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ১১ এপ্রিল ২০২৩ সালে এ বীর মুক্তিযোদ্ধার মহাপ্রয়াণ ঘটে।

সুশান্ত অধিকারী

১৯৭২-এ সদ্যস্বাধীন কিন্তু অর্থনৈতিক সংকটে পতিত বাংলাদেশে যাঁরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, সুশান্ত অধিকারী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমে ছিল শিক্ষা ও সাক্ষরতার অগ্রাধিকার। শিক্ষা বিস্তারকে তিনি সমাজ সংস্কারের একটি হাতিয়ার হিসেবে মনে করতেন। ১৯৯০ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন এক অনন্য কর্মী। নানাভাবে এই সংগঠনকে তিনি সহায়তা দিয়েছেন এবং এর সামগ্রিক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী

বাংলাদেশের শিক্ষা অঙ্গন ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এক অবিস্মরণীয় নাম। উঁচু মাপের সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন, কিন্তু দেশের শিক্ষা, সাক্ষরতা ও উন্নয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের একেবারে শৈশবে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর কর্মদক্ষতা, দূরদর্শিতা এবং অনুপ্রেরণা এই সংগঠনের সকল কার্যক্রমকে বিশেষভাবে সৃজনধর্মী ও বেগবান করে তোলে। ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর এই মহান শিক্ষাকর্মী মৃত্যুবরণ করেন।

30 years of CAMPE

আ. ন. ম. ইউসুফ

আ. ন. ম. ইউসুফ গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে এই সংগঠনকে বিশেষভাবে সক্রিয় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্তরে তিনি সরকারি দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। শিক্ষার প্রতি গভীর দায়বদ্ধতার কারণে তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। নিরহঙ্কার, সদাশয় ও দক্ষ এই কর্মীপুরুষ ২০০৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আমাদের শোকার্ত করে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

প্রফেসর রোকেয়া রহমান কবির

বাংলাদেশের নারী আন্দোলন আজ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে রোকেয়া রহমান কবিরের নাম সগৌরবে উচ্চারণ করতেই হয়। সমাজ যখন নানা পঞ্চাৎপদ সংস্কারের বৃত্তে আবদ্ধ, তখন তিনি প্রগতির এক মূর্তিমতী প্রতীক হিসেবে হাজির হয়েছিলেন। বিদুষী এই নারী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক এবং সমাজ প্রগতি আন্দোলনের এক নির্ভীক কর্মী। গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে তিনি আমাদের নানান দিক্-নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ২০০১ সালের ২৮ জুলাই এই মহিয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে।

মুহাম্মদ আজিজুল হক

সাবেক আমলা, বেইস-এর নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি দীর্ঘদিন গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রধান উপদেষ্টা এবং ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গণসাক্ষরতা অভিযানের নানা কার্যক্রমে তিনি যে শুধু সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তাই নয়, এদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অনেক আগে থেকেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক, অনিয়মিত লেখক মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আজিজুল হকের জীবনাবসান ঘটে ২০১০ সালের ২৮ জুলাই।

রোকেয়া আফজাল রহমান

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, মিডিয়া ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের চেয়ারপার্সন, আরলিঙ্কস গ্রুপের চেয়ারম্যান রোকেয়া আফজাল রহমান ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পর্ষদের সাবেক সদস্য। তিনি দেশি-বিদেশি অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর মেধা, শ্রম, নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞা নতুন প্রজন্মের কাছে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। অভিযান-এর নির্বাহী পর্ষদে থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত দিক-নির্দেশনা সব সময় আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি ২০২৩ সালের ৫ এপ্রিল মৃত্যুবরণ করেন।

ম. হাবিবুর রহমান

ম. হাবিবুর রহমান একজন আজীবন সাক্ষরতাকর্মী। তিনি সরকারি চাকরি ত্যাগ করে প্রবেশ করেন সাক্ষরতা পরিসরে, উপকরণ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সূচনালগ্নে সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান ত্বরিৎগতিতে এ সংগঠনের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে অভিযান কার্যকর নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর স্বপ্নের ফসল হলো 'শিক্ষাকোষ'। ১৭ মে ২০১৯ সালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মোঃ আতাউর রহমান

বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনপদকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করার ক্ষেত্রে আমৃত্যু নিজেকে নিবেদন করেছিলেন মোঃ আতাউর রহমান। দরিদ্র, নিরুপায় এবং সহায়হীন মানুষের জীবনদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা যে নির্বিকল্প, সে কথা তিনি জানতেন এবং সেই সূত্রেই তিনি উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত হন। গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে এর দক্ষ পরিচালনায় তিনি সর্বদাই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। সমাজভাবুক ও শ্রান্তিহীন এই মানুষটি ২০০৩ সালের ৬ আগস্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হালিম

ভার্ক (ভিইআরসি)-এর নির্বাহী পরিচালক শেখ আব্দুল হালিম ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ উন্নয়ন কর্মী। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষা, সচেতনতা ও কর্ম-দক্ষতা উন্নয়নে তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর নিরলস কর্ম প্রচেষ্টায় ভার্ক বর্তমানে একটি স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সংগঠনে পরিণত হয়েছে। তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতা কাউন্সিল সদস্য এবং মৃত্যুর আগে অবধি তিনি অভিযানের কাউন্সিল সভাসহ নানা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন। ১২ অক্টোবর ২০১৮ সালে এই উন্নয়নবান্ধব মানবতার সেবক মৃত্যুবরণ করেন।

নাসির উদ্দিন

গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাবেক পরিচালক নাসির উদ্দিন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ সময়ে তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের নীতিনির্ধারণী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা, ভদ্রতা আর বন্ধুসুলভ আচরণ সর্বদাই মুগ্ধ করত সকলকেই। দেশব্যাপী শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষার বিস্তরণেও তিনি অবদান রেখেছেন। ২০১৯ সালের ২৭ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

লুনা শামসুদ্দোহা

লুনা শামসুদ্দোহা জনতা ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান, দোহাটেক নিউ মিডিয়ার চেয়ারম্যান ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পর্ষদের সদস্য ছিলেন। অর্থনীতিতে অবদানের জন্য তিনি 'বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১৭' এবং সফটওয়্যার শিল্পে নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'অনন্যা টপটেন অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেছেন। অভিযান-এর নির্বাহী পর্ষদে থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত দিকনির্দেশনা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ২০১১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

CAMPE Celebrates 30th Anniversary

CAMPE (Campaign for Popular Education) was launched in the aftermath of the World Conference on Education for all in Jomtien, Thailand, March, 1990. It soon became a platform of NGOs and civil society concerned about education for rallying behind the national goals and aspirations for education, creating awareness, making citizens' voices heard, and participating in shaping the national agenda.

Gono Shakkhorota, translated as Popular Education, was the term chosen in naming itself by the visionary leaders – Abdullah Al-Muti Sharfuddin, Fazle Hasan Abed and others – who were behind the establishment of CAMPE. We remember today with deep respect and gratitude the visionaries who contributed to shaping CAMPE into what it has been over the decades.

The founding visionaries saw it as a campaign for people's literacy, treating literacy in its broadest Freirean sense of "reading the world, not just the word," and with a definite emphasis on people – people's agency and empowerment through education. In this regard, CAMPE's vision is broader than the common connotation of each of the terms and areas of work CAMPE engages in --- literacy, non-formal education, adult education, basic education, primary education, skill training and early childhood development. It embraces all these elements and more as parts of the spectrum of lifelong learning – brought to the fore now in SDG4 and Education 2030. CAMPE's notion of Gono Shakkhorota, people's education, therefore, transcends what is sometimes regarded as the confining concepts of non-formal education or adult education – to serve as the driver of people's movement and people's empowerment.

CAMPE became a model of civil society engagement in educational policy dialogue and citizens' involvement in the education and development discourse. It has become an exemplar of popular participation in educational policy development. To this end, CAMPE works closely with other organisations and forums in Bangladesh and abroad. It is a founding member of the Coalition of Civil Society Organisations and is affiliated with the Federation of NGOs in Bangladesh (FNB), Asia-South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE) and International Council of Adult Education (ICAE). It is an elected member of the Board of Global Campaign for Education (GCE), a worldwide network of NGOs and teachers unions operating in more than hundred countries. It is recognized by UNESCO as a nodal institution for basic education in Bangladesh.

To promote and contribute to informed and evidence-based policy discussion and choice of priorities and options, CAMPE has served as the secretariat of Education Watch, a national sample-survey based series of research reports on aspects of the education system performance. Since 2001, over 20 Education Watch reports have been produced. These have become a well-recognised source of policy relevant data and analysis and the catalyst for policy and strategy discussion leading to informed choices.

The ambitious Sustainable Development Goals 2030, especially SDG 4, and the Education 2030 Agenda present new challenges and opportunities for CAMPE. A major task is the adaptation and re-formulation as necessary of the global goals, targets and indicators for the Bangladesh context with active citizens' and stakeholders' participation. CAMPE will continue to work, cooperate, network,

Dr. Manzoor Ahmed
Professor Emeritus
BRAC University

assist and facilitate dissemination of ideas and sharing of experiences in order to help shape and fulfill the national agenda. CAMPE will remain an active partner in the coalition of major actors, especially, the concerned ministries and line agencies of the government, NGOs, democratic forces of civil society, and development partners.

A good example of the evidence-based advocacy and facilitation of stakeholder involvement is the Education Watch Studies and their dissemination. The disruption caused by the COVID-19 in human lives was devastating. Like many other sectors, education was hugely impacted by the prolonged closure of education institutions during the pandemic. Even before the pandemic, Bangladesh was grappling with a learning crisis characterized by poor student learning and unequal opportunities.

To examine the pandemic's effects on education, two Education Watch studies (EW-2020 and EW-2021) were conducted earlier. These, at an interval of a year, looked at the status of learning and well-being of children, their families and teachers; safe reopening of schools; learning loss recovery and drawing lessons for further action. Considering the likely longer-term challenges, Education Watch 2022 was also devoted to investigate the pandemic's impacts on the teaching-learning process and ways of recovery. Titled - Post-Pandemic Response: Recovery and Renewal of School Education, it is being formally released as part of the 30th Anniversary celebration. This 20th Education Watch report also conducted a rapid grade-wise sample assessment at the secondary level (classes VIII and IX) to assess the learning status of the children concerned in some core competency areas. It has offered a set of recommendations, focusing on understanding the consequences of the pandemic and prioritizing the issue of bringing students up to their respective grade levels within a year. It has highlighted the importance of foundational skills and the expansion of an effective blended approach. Considering the enormity of the task at hand, it has recommended building stronger partnerships between government and NGOs, local communities and civil society.

By the decision of CAMPE Council and the Education Watch Technical Committee, the 2023 Education Watch Report, now under preparation, is also looking at the continuing and longer-term educational effects especially, aspects of inequality and disparity, and ways of dealing with these consequences.

As Bangladesh moves forward with the goal of achieving the status of an upper middle income country by 2031 and a developed country by 2041, the performance of the education system cannot be allowed to become an obstacle. The CAMPE family of education NGOs, researchers, academics and activists are pledged to work together with principal stakeholders, especially the government and international development partners, to realize our common cherished goals.

‘এডুকেশন ওয়াচ’: নাগরিক সমাজের এক অনবদ্য কীর্তি

১৯৯৮ সালের কথা। কিছুদিন হল এ কে জালালুদ্দিন এবং আমার সম্পাদিত “Getting Started: Universalising Primary Education in Bangladesh” শিরোনামের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। ৬৮৪ পৃষ্ঠার এই বিশাল গ্রন্থটি এক ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ১৯৯৬ সালে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পঠিত সব প্রতিবেদন সন্নিবেশ হয়েছিল উক্ত গ্রন্থটিতে। উপমহাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অনেকগুলো দলিলের কপিও এ গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছিল। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশের শিক্ষার উপর কৌতুহলী কোনো পাঠক বা গবেষকের জন্য এই সংকলনটি একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্যভাণ্ডার। বইটি নিয়ে ঢুকলাম আবেদ ভাইয়ের মহাখালির উনিশ তলার অফিসে। সঙ্গে রাশেদা চৌধূরী। রাশেদা গণসাক্ষরতা অভিযান বা ক্যাম্পে’র নির্বাহী পরিচালক।

আবেদ ভাই গ্রন্থটি নেড়েচেড়ে দেখে বেশ খুশি হলেন বলে মনে হলো। দেশের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং তার চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় নাগরিক সমাজ আর কী করতে পারে তাই নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা চালালাম। একসময় আবেদ ভাই ১৯৯৬ সালের সম্মেলনের ফলোআপের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন। আমরা বললাম যে সম্মেলনের একটা অন্যতম সুপারিশ ছিল শিক্ষার সার্বিক বিষয় বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় নাগরিক সমাজের নজরদারি বা ‘মনিটরিং’ জোরদার করা। আবেদ ভাই বললেন এমন একটা উপায় উদ্ভাবন করতে হবে যার ফলে নজরদারির বিষয়টি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। তিনি ক্যাম্পেকে এই ব্যাপারে ভাবতে বললেন। আমরা বললাম এমন কিছু কি করা যায় যার মাধ্যমে অন্তত বছরে একবার হলেও দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে একটি হালনাগাদ প্রতিবেদন বের করা সম্ভব হবে। আমরা আরও বললাম যে, এই প্রতিবেদন সরকার এবং অন্যান্য অংশীজন বা ‘স্টেকহোল্ডার’দের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার একটি সুষ্ঠু গবেষণার ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। আবেদ ভাই সাথে সাথেই একমত হলেন। বললেন যে, এই কাজটি ক্যাম্পের সমন্বয়ে ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ করতে পারে। যেহেতু ব্র্যাক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় অভিজ্ঞ এবং শিক্ষা গবেষণায় অনেক অগ্রগামী হয়েছিল তাই ব্র্যাকই এই কাজটি সুচারুরূপে করতে পারে বলে মনে হয়েছিল। উদ্যোগটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দেশের সব বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রতিষ্ঠানকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমরা তিনজন খুবই উল্লসিত। বললাম, এই উদ্যোগের একটি নাম দিতে হবে এবং সাথে সাথে বলে উঠলাম এর নাম ‘এডুকেশন ওয়াচ’ হলে কেমন হয়। আবেদ ভাই এবং রাশেদা দু’জনের পছন্দ হলো প্রস্তাবটি আর এভাবেই জন্ম নিয়েছিল এডুকেশন ওয়াচ। তিনি আরও বললেন যে, প্রাথমিকভাবে এর অর্থায়ন করবে ব্র্যাক। আবেদ ভাইয়ের অফিস থেকে বের হয়ে রাশেদা এবং আমি চলে এলাম পনের তলায় গবেষণা বিভাগে। সেখানে ডাকলাম সহকর্মী সমীর নাথকে। ততদিনে সমীর শিক্ষা গবেষণায় এক সফল গবেষক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমরা এডুকেশন ওয়াচ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম কীভাবে এটাকে সামনে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং এর কাঠামো ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি কেমন হওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঠিক করলাম যে, যদিও মূল গবেষণার দায়িত্বে থাকবে ব্র্যাক, অন্তত প্রথমদিকে সেই গবেষণাকে সার্বিক সহযোগিতা এবং এর মান নিশ্চিতে একটা কমিটির প্রয়োজন হবে। ঠিক হলো এই কমিটির নাম হবে ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ’ এবং সাথে সাথেই কমিটির সম্ভাব্য সদস্যদের তালিকাও প্রস্তুত হলো।

আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী
Kb‡fbi
G ‡Kkb IqvP

সপ্তাহান্তে ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হলো ব্র্যাকে। ‘Assessment of Basic Competencies’ বা ABC প্রণয়নে যারা জড়িত ছিলেন তাদেরকে নিয়েই হলো এই প্রাথমিক সভা। রাশেদা চৌধূরীসহ আর যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন যেহীন আহমদ, নাজমুল হক, আবু হামিদ লতিফ, সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। আরও কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো যাদের মধ্যে ছিলেন মাহমুদুল আলম, এম এ গফুর, রওশন জাহান ও আব্বাস ভূইয়া। সভায় ঠিক হলো যে, এডুকেশন ওয়াচের প্রথম প্রতিবেদন হবে বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার তখনকার অবস্থার একটি খতিয়ান। আরও ঠিক হলো, বাস্তব

অবস্থা জানার প্রয়োজনে মাঠপর্যায়ে একটি বিজ্ঞানসম্মত জরিপ চালানো হবে, যার দায়িত্ব দেওয়া হয় ব্র্যাককে। এই জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি, ঝরেপড়া, ক্লাশে উপস্থিতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আহরণ করা হয়। প্রতিটি বিভাগ এবং শহরাঞ্চলের বিয়াল্লিশ হাজারের অধিক খানায় এই জরিপ চালিয়ে স্কুলবয়সী শিশুদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মোট তিনশত বারোটি গ্রাম এবং আটশত পঁচাশিটি প্রাথমিক স্কুলে জরিপ চলে। শিশুদের শিখন যাচাই করতে ABC পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়। ফলাফল অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল, বিশেষ করে শিক্ষার মানের ব্যাপারে। স্কুলগমনে মেয়েদের নীট হার ছেলেদের চেয়ে সামান্য বেশি, যা অনেককেই আপ্লুত করে। শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে আবার তার উল্টো চিত্র ভেসে আসে। শতকরা ত্রিশ fv‡Mi I Kg wk iv ABC-তে নির্দিষ্ট শিখন যোগ্যতা অর্জন করেছিল, যাতে ছেলেরা ছিল এগিয়ে। এইসব তথ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এডুকেশন ওয়াচ'র প্রথম রিপোর্ট, যার শিরোনাম ছিল "Hope not Complacency: State of Primary Education in Bangladesh"। ১৯৯৯ সালের এই রিপোর্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। সম্পাদনায় আমার সাথে যোগ দেন রাশেদা চৌধূরী ও সমীর নাথ।

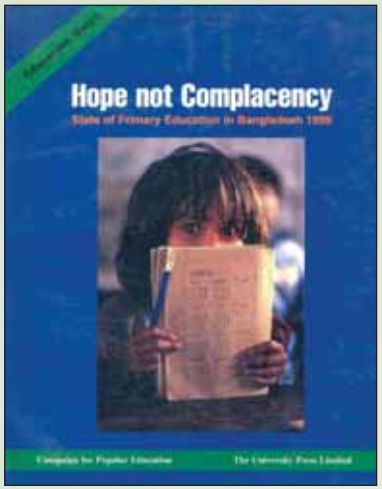

এডুকেশন ওয়াচ-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়, যার মধ্যে ছিলেন ফজলে হাসান আবেদ, আবু আব্দুল্লাহ, কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, মনজুর আহমেদ, মিলিয়া আলী, মাহফুজ আনাম, নাজমা চৌধুরী, আ. ন. ম. ইউসুফ, মাহমুদ হাসান, নূরুল ইসলাম, এ কে জালালুদ্দিন, জওশন আরা রহমান, কাজী ফজলুর রহমান এবং রেহমান সোবহান। ইউনেস্কোর স্থানীয় প্রতিনিধি আনসার আলী খানও এই পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হন।

আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, জাতীয় পর্যায়ে এই রিপোর্টের প্রভাব বৃদ্ধিকল্পে সরকারের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। যেহেতু এটা নাগরিক সমাজের উদ্যোগ কাজেই এখানে সরকারের কোনো সরাসরি সম্পৃক্ততা ছিল না। সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ. এস. এইচ. কে. সাদেককে রিপোর্টটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাই, যা তিনি সাদরে গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ইউনিটের প্রধান ছিলেন দেলওয়ার হোসেন। তার অধীনেই মন্ত্রণালয়ের সব তথ্যভাণ্ডার গচ্ছিত থাকত। সেই তথ্যগুলো পাওয়া বেশ দুস্কর ছিল তখনকার আলোকে। মন্ত্রণালয়ে ঐ তথ্যগুলো আমাদের বিশ্লেষণে অতিব প্রয়োজনীয় ছিল, যার জন্য আমরা দুই-তিনবার তার সাথে দেখা করি। এর ফলে মন্ত্রণালয় থেকে বেশ কিছু তথ্য আমাদের কাছে আসে, যা আগে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না।

এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আগারগাঁও এলজিইডি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী, সম্মানীয় অতিথি ফজলে হাসান আবেদ এবং সভাপতি কাজী ফজলুর রহমান। আমাদের প্রতিবেদনটি দুইদিন আগেই মন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান বিকেল চারটায়। দুপুরে মন্ত্রীর দফতর থেকে বার্তা এলো যে প্রতিবেদনটির ওপর মন্ত্রী মহোদয় কিছু লিখিত বক্তব্য দিয়েছেন, যা অনুষ্ঠানের আগেই যেন উপস্থিত সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিন পৃষ্ঠার মন্তব্য, যা মন্ত্রী নিজেই লিখেছেন। এতে লেখক আমাদের এই উদ্যোগ এবং রিপোর্টটির কঠিন সমালোচনা করলেন। প্রশ্ন তুললেন এর গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে। এও বললেন যে, তিনি ফলাফলের সাথে একমত নন। তার কথা মতো আমন্ত্রিত সব অতিথিদের আগেভাগেই মন্তব্যগুলো পৌঁছে দেওয়া হলো। ঠিক সময়মতো মন্ত্রী এলেন এবং এডুকেশন ওয়াচ এবং নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তাকে সাদরে অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যাওয়া হলো। নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠান শুরু হলো। প্রথমেই এডুকেশন ওয়াচের পক্ষ থেকে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ পেশ করা হলো। তারপরে প্রধান অতিথির বক্তব্য। এইসব

আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচনে অতিথিরা সাধারণত প্রকাশনার গুণকীর্তন করেন, কিন্তু এখানে ঘটল তার উল্টোটা। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে উদ্যোগটি বিশেষ করে উক্ত প্রতিবেদনের কড়া সমালোচনা করলেন। উপস্থিত সবাই তো থ। এমন সমালোচনা কাঙ্ক্ষিত ছিল না। কারণ, মন্ত্রীর মন্তব্যগুলো ছিল ভিত্তিহীন। গবেষণা পদ্ধতি তৈরিতে ছিলেন দেশের স্বনামধন্য পরিসংখ্যানবিদসহ অনেক প্রতিষ্ঠিত গবেষক। কাজেই পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠানো অনেকের মতে অর্বাচীনতার পর্যায়ে পড়ে। মন্ত্রীকে বেশ বিচলিত মনে হলো। আমরা যারা এডুকেশন ওয়াচের সাথে জড়িত তাদের তো এক নৈরাশ্যজনক অবস্থা। আমাদের এই উদ্যোগ কি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে? সারা মিলনায়তনে স্তব্ধতা। পরবর্তী বক্তা হিসেবে উঠলেন আবেদ ভাই। তিনি মন্ত্রী মহোদয়কে তার মন্তব্যের জন্য সাধুবাদ দিলেন। তবে সাথে সাথে তিনি এও বললেন যে, এডুকেশন ওয়াচ নাগরিক সমাজের একটি উদ্যোগ। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার এক বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আমাদের এই উদ্যোগ এবং দায়বদ্ধতার ধারাবাহিকতার প্রয়োজনে আমরা এডুকেশন ওয়াচ চালিয়ে যাব। সভাপতির ভাষণে এডুকেশন ওয়াচের সভাপতি কাজী ফজলুর রহমান প্রতিবেদনের গবেষণা পদ্ধতির সমর্থন করে বললেন যে, প্রতিবেদনে যে চিত্র উঠে এসেছে তা বাস্তব "We can't hide it under the carpet"। আবেদ ভাই এবং কাজী ফজলুর রহমানের এই দৃঢ় অবস্থান সেদিন যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাদের সবার মনে অনেক আশার সঞ্চার করেছিল। নাগরিক সমাজের একটি সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেরিয়ে এসেছিল। মন্ত্রীর এমন আচরণ অনেকটা অনাহুতের মতো হলেও শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু আশান্বিত হয়েছিলাম। নাগরিক সমাজ বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের গবেষণা প্রতিবেদন সরকারের গোচরে আনা সবসময়ই একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম এই ভেবে যে, আমাদের প্রতিবেদন মন্ত্রীর মতো একজন ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়েছেন এবং তার ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব মন্তব্য তৈরি করেছেন। এটাই কি একটা বিশাল সফলতা নয়?

এডুকেশন ওয়াচ প্রথম পরীক্ষায়ই বিজয়ী। আমরা সবাই আপ্লুত। পরবর্তী রিপোর্টের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। প্রথম রিপোর্টে শিক্ষার মান সম্পর্কে বেশ নেতিবাচক তথ্য এসেছিল, যা সবাইকে অনেকটা নিরাশ করেছিল। আমাদের উপলব্ধিতে এসেছিল যে, শিশুদের স্কুলে নিয়ে আসার সংগ্রামে সম্ভবত শিক্ষার মানের দিকে মনোযোগ কম দেওয়া হয়েছিল। তাই এমন অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিষদ আলোচনা হলো। সবাই মত দিলেন যে, পরবর্তী গবেষণা হওয়া উচিত শিক্ষার মানের উপর। এবিসি গবেষণা পদ্ধতি মৌলিক শিক্ষার সার্বিক অবস্থার দিক নির্দেশনা দেয় সত্যি, তবে মান নির্ণয়ে আরও অনেক বিষয়ের প্রতি বিষদ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তাই ঠিক হলো যে, ২০০০ সালের এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে শিক্ষার মান বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। পূর্ববর্তী বছরের মতো এবারও দায়িত্ব পড়ল ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগের উপর। আমরা প্রস্তুতি নিলাম। বিপত্তি দেখা গেল শিক্ষার মান নির্ণয়ে যে বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন তা বাংলাদেশে তেমন পাওয়া যাচ্ছিল না। যোগাযোগ করলাম শিক্ষার ব্যাপারে কাজ করছেন এমন কয়েকজন ভারতীয় যেমন এ কে জালালুদ্দিন, আর গোবিন্দা প্রমুখের সাথে। আরও যোগাযোগ হলো প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো ইনস্টিটিউটের সাথে। সবার পরামর্শে ঠিক হলো যে, ভারত থেকে এই সম্পর্কিত এক বা একাধিক পরামর্শক নিয়োগ করা যেতে পারে। ভারতীয় সংবাদপত্রে এই ব্যাপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে বেশ কিছু বিশেষজ্ঞের খোঁজ পাওয়া যায়। নয়াদিল্লীর National Institute of Educational Planning and Administration ev NIEPA (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়)-তে অনুষ্ঠিত হলো স্বল্পসংখ্যক প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার, আর গোবিন্দার সৌজন্যে কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের প্রধান সনত কুমার ঘোষকে আমরা নির্বাচিত করলাম। তিনি বাংলাভাষী এবং শিক্ষার মান নির্ণয় বিষয়ে পারদর্শী। দু'তিন মাসের মধ্যেই তার ঢাকায় আসার ব্যবস্থা হলো। দুই বছরের চুক্তি। তিনি ব্র্যাকে বসে কাজ করে ওয়াচের সমীক্ষাতে পূর্ণসময় ব্যয় করবেন। আমাদের আরও একটি এজেন্ডা ছিল যে, তার কাছ থেকে ব্র্যাক এবং অন্যান্য সংস্থার শিক্ষা গবেষকরা শিক্ষার মান নির্ণয়ের বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ পেয়ে যাবেন। সত্যিকারভাবে তাই হয়েছিল। এরপর ব্র্যাকের শিক্ষা গবেষক বা এডুকেশন ওয়াচের এই ধরনের কাজে আর অন্যদের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি।

এডুকেশন ওয়াচের আর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো টেকনিক্যাল কমিটি। ওয়াচ এক এক বছর এক একটি থিম নিয়ে কাজ করে। সেই থিমের আলোকে

প্রতি বছরই একটি নতুন টেকনিক্যাল কমিটি গঠিত হয়। নির্দিষ্ট থিমের ওপর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হয় শেষোক্ত কমিটি, যারা ওয়াচ রিপোর্টের প্রতিটি ধাপ নিবিড়ভাবে অবলোকন করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। টেকনিক্যাল কমিটি এবং ওয়ার্কিং কমিটির সহায়তায় এডুকেশন ওয়াচের দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। তিন ভলিউমের এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এক অতি নাজুক অবস্থা উদঘাটিত হয়। দেখা যায় যে, যারা প্রাথমিক শিক্ষা সফলভাবে শেষ করেছে বা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে তাদের শিখন জাতীয়ভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম মাত্রার অনেক নিচে। এই তথ্য বাংলাদেশের শিক্ষা অঙ্গনে এক বিশদ আলোচনার সূত্রপাত করে। মিডিয়াসহ নানা মাধ্যমে এই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়। এবার সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধিতা আগের বারের মতো অতো প্রবল ছিল না বরং সরকারের অনেকেই এই প্রতিবেদন থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বের করে তা শিক্ষা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে কাজে লাগাতে আহ্বান জানান। শিক্ষার মানের ওপর এটাই ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা। এর এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সরকারের বিভিন্ন নথি, কৌশলপত্র এবং শিক্ষানীতিতে এর প্রভাব দৃশ্যমান হয়। শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শিক্ষার মানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করতে থাকেন। আমরা দেখেছিলাম যে, প্রাথমিক শিক্ষায় বয়স পার হওয়া শিশুদের এক শতাংশেরও কম জাতীয়ভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিল। মনে আছে প্রতিবেদনের একটি অধ্যায়ে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখেছিলাম- "This is a wake-up alarm, not a wake-up call"।

আমাদের দেশে শিক্ষার মান নিয়ে কৌতূহল নতুন কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় লিখেছিলেন-

"ইসকুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়। মাস্টারের মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাতা কলে ছাটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তারপর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।"

এডুকেশন ওয়াচের দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি এই উদ্যোগকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। দেশে-বিদেশে এর উপর অনেক কিছুই লেখা হলো আর কত না গুণগান গাওয়া হলো। ২০০৪ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির অতিপরিচিত টিচার কলেজের অধ্যাপক মাধবী চ্যাটার্জি এডুকেশন ওয়াচ নিয়ে এক গবেষণা করেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন ১৯৯৪ সালের যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত Joint Committee's Standards অনুসারে এডুকেশন ওয়াচ কতটুকু সফল এবং এর মান কেমন। তার উপসংহার ছিল যে, এডুকেশন ওয়াচ যুক্তরাষ্ট্রের উল্লিখিত শিক্ষা গবেষণা এবং মূল্যায়ন মাপকাঠিগুলোর বিচারে প্রায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে। অধ্যাপক চ্যাটার্জির গবেষণাটি ২০০৫ সালে "Teachers College Record" নামক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়।

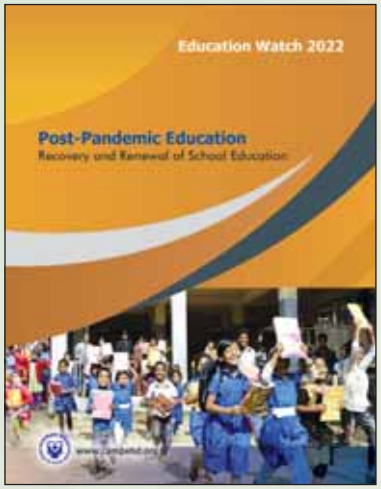

এরপর আমাদেরকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এডুকেশন ওয়াচের এই জয়যাত্রায় যার নাম বিশেষভাবে আসে তিনি রাশেদা চৌধূরী। একক নেতৃত্বে তিনি এই উদ্যোগকে আগলে রেখেছেন। তার সংস্থা 'ক্যাম্পে' খুব দক্ষতার সাথে এডুকেশন ওয়াচের সচিবালয় হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রথম দিকের অর্থায়নে ব্র্যাকের একটি প্রধান ভূমিকা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে রাশেদা চৌধূরী এর অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছেন। উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে তার বিস্তর যোগাযোগ এই অর্থায়নে বিশেষ অবদান রেখেছে। মূল গবেষণায় অবশ্য এক অনন্য অবদান রেখেছেন সমীর রঞ্জন নাথ। সমীর ব্র্যাকের গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগে যোগ দেন ১৯৯১ সালে। জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের ছাত্র সমীরকে শুরু থেকেই শিক্ষা গবেষণার সাথে যুক্ত করা হয়। ABC ev Assessment of Basic Competencies-Gi প্রায়োগিক দিকে সে মনোনিবেশ করে এবং কয়েকটি জরিপে তা প্রয়োগ করে। শিক্ষা গবেষণায় আরও উন্নততর পড়াশুনার জন্য আমরা তাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাই। ফিরে এসে পূর্ণ উদ্যমে সে শিক্ষা গবেষণায় নিয়োজিত হয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, শিক্ষা গবেষণায় সে দেশের একজন পথিকৃৎ। তার গবেষণাপত্র পৃথিবীর অনেক সেরা শিক্ষা সাময়িকীগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে।

পরবর্তী রিপোর্টগুলোতে শিক্ষার কিছু বিশেষ দিক নিয়ে বিষদ গবেষণা করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাক্ষরতা একটি বিশেষ নির্দেশক। সাধারণত আদমশুমারির মাধ্যমে প্রতি দশ বছর সাক্ষরতার হার নির্ণয় করা হয়। বলা বাহুল্য, আদমশুমারির মাধ্যমে গৃহীত তথ্য সাক্ষরতার প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে সক্ষম হয় না। আদমশুমারিতে নাগরিকদের সাক্ষরতার অবস্থা সম্পর্কে প্রতিটি খানার বয়স্ক কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে চাওয়া হয় উক্ত খানার সদস্যরা চিঠি লিখতে এবং পড়তে পারেন কিনা। উত্তর হ্যাঁ হলে তাকে সাক্ষর হিসেবে গণ্য করা হয়। স্বভাবতই এটা সাক্ষরতার প্রকৃত অবস্থার কোনো ধারণা দেয় না। এই বোধ থেকে এডুকেশন ওয়াচ তার চতুর্থ প্রতিবেদনটি তৈরি করে সাক্ষরতার উপর। তবে এখানে সাক্ষরতার প্রকৃত অবস্থা জানতে একটি সহজ টেস্ট বা পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। সাক্ষরতার ক্ষেত্রে আদমশুমারির রিপোর্ট এবং এডুকেশন ওয়াচের রিপোর্টে প্রচুর ফারাক দেখা যায়, যা গণমাধ্যমে এবং উন্নয়নকর্মীদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলে। পরবর্তীতে এডুকেশন ওয়াচ আরও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপর গবেষণা অব্যাহত রাখে, যার মধ্যে ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষার অর্থায়ন, শিক্ষায় পিছিয়েপড়া জেলা সিলেটের ওপর নিবিড় গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন, পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা, এমডিজি ও এসডিজি অর্জনে চ্যালেঞ্জ, স্কুলে মূল্যবোধ চর্চা ইত্যাদি।

এই ধারাবাহিকতায় এবং ক্যাম্পের নেতৃত্বে এডুকেশন ওয়াচ এখনও তার উপযোগিতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। গত দুই যুগে বিশটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা শিক্ষা ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিয়ে নিবিড় আলোচনা ও বিতর্কের খোরাক যুগিয়েছে। সর্বশেষ কয়েকটি প্রতিবেদন কোভিডের সময় শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থার ওপর নেতিবাচক প্রভাবগুলো সম্মুখে নিয়ে এসেছে। এডুকেশন ওয়াচ নাগরিক সমাজের নজরদারির এক অনন্য উদাহরণ। শুরু থেকেই এডুকেশন ওয়াচের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

[GB †jLwU †jL‡Ki AvZ‡Rxebx ÒAvgvi e¨vK RxebÓ (cÖgv, 2021) †_‡K msKwjZ]

স্বপ্ন ও সৃজনের ঐকতান

বাংলাদেশে বেশ-কয়েকটি উন্নয়ন-সংগঠন মিলে শিক্ষায়, বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে, কাজ করে আসছিল সত্তরের দশক থেকেই। এই কারণে বিভিন্ন প্রকরণের শিক্ষা-উপকরণ উন্নয়ন ও মাঠপর্যায়ে সেসবের প্রয়োগ করা হচ্ছিল। কেউ বয়স্ক সাক্ষরতায়, কেউ শিশু-কিশোরদের উপযোগী শিক্ষায় আবার কেউ কারিগরি শিক্ষার কর্মসূচিতে নিয়োজিত ছিলেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভাবনার আদানপ্রদান ও বাস্তবায়ন-ব্যবস্থাপনাগত সহযোগের পরিবেশ ছিল। যা ছিল না তা হচ্ছে একটা প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট।

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে 'ইন্টারন্যাশন্যাল কাউন্সিল ফর অ্যাডাল্ট এডুকেশন (ICAE)-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় জমতিয়েন, থাইল্যান্ডে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে ব্র্যাক-এর ড. সালাউদ্দিন, গণসাহায্য সংস্থার ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান, প্যাক্ট-প্রিপ থেকে আরমা দত্ত এবং এফআইভিডিবি থেকে আমি অংশগ্রহণ করি। প্রায় সব দেশ থেকেই শিক্ষাক্ষেত্রিক নেটওয়ার্কগুলো সম্মেলনে শরিক হয়। এইখানেই আমরা প্রথম বুঝতে পারি, শিক্ষাক্ষেত্রিক কর্মকর্তাবৃন্দ তথা শিক্ষাবিকাশে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগত জোটের কার্যকারিতা। আমাদের দেশে এহেন জোট তথা নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সেখানেই সবাই মিলে আলাপ করি। সম্মেলন চলাকালেই বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারী সদস্যদের প্রাথমিক আলাপের ভিত্তিতে একটি সুপারিশপত্র প্রণয়ন করি এবং ফিরে এসে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আহূত একটি সভায় সেই সুপারিশপত্র উপস্থাপিত হয়। এই সভাটি ফজলে হাসান আবেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভার মাধ্যমেই শিক্ষাক্ষেত্রিক জোট/নেটওয়ার্কের ধারণাটি দানা বাঁধে। সময়টা ছিল জানুয়ারির শেষ দিক বা ফেব্রুয়ারির শুরু, ১৯৯০, যখন ওই সভায় মিলিত হয়েছিলাম আমরা। সভা আয়োজনের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে দেশের শিক্ষাকাজে ব্রতী বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমরা এবং নেটওয়ার্ক-বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করি। এদের মধ্যে VERC-এর শেখ আব্দুল হালিম, প্রশিকা-র কাজী ফারুক আহমদ, আশা-র শফিকুল হক চৌধুরী, সপ্তগ্রাম নারী-স্বনির্ভর পরিষদের ড. রোকাইয়া রাহমান কবির, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, গণউন্নয়ন প্রচেষ্টা-র মো. আতাউর রহমান, অ্যাডাব-এর ড. খাজা শামসুল হুদা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাজী রফিকুল আলম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম মনে পড়ছে।

সভায় ফজলে হাসান আবেদ নেটওয়ার্কের টার্মস্ অফ রেফারেন্স তথা পালনীয় শর্তাবলি মুসাবিদার জন্য মাহমুদ ভাই ও আমাকে দায়িত্ব দেন। এই খসড়া টার্মস্ অফ রেফারেন্সের ওপর ভিত্তি করে কয়েকজন আইনজ্ঞের সহায়তায় একটি গঠনতন্ত্র তৈরি করা হয়। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৬ সদস্যের একটি নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হয়। এর সভাপতি হিসেবে সর্বসম্মতিতে আবেদ ভাইকে নির্বাচিত করা হয়। যুগ্মভাবে এর সহ-সভাপতি হিসেবে কাজী ফারুক আহমদ ও আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কোষাধ্যক্ষ করা হয় আতাউর ভাইকে এবং সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় মাহমুদ ভাইকে। জোটের সচিবালয় চালানোর জন্য সদস্য-প্রতিষ্ঠান প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু অনুদান প্রদান করে। এর মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠান যথা ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা ও এফআইভিডিবি আড়াই লক্ষ টাকা হারে প্রদত্ত অনুদানের ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক সেক্রেটারিয়েটের জন্য দশ লক্ষাধিক টাকার একটি প্রাথমিক তহবিল গড়ে ওঠে। এদিকে সচিবালয়ের কর্মসূচিকে গতিশীল করার জন্য প্যাক্ট-প্রিপ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রিচার্ড হলওয়ে এবং আরমা দত্ত আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসেন।

সচিবালয়ের কার্যালয় চালানোর জন্য 'গণসাহায্য সংস্থা' তাদের প্রধান অফিস ভবনের নিচতলা ব্যবহার করার সুযোগ দেয়। 'আশা' প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ অনেক দাপ্তরিক ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রদান করে। সদস্য-সচিব হিসেবে মাহমুদ ভাই এ-সময় তাঁর অনেক মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি, মেধা ও সময় প্রদান করেন।

যেহীন আহমদ
সাবেক নির্বাহী পরিচালক
GdAvBwfw we

30 years of CAMPE

নব্বই সালের মাঝামঝি নাগাদ 'গণসাক্ষরতা অভিযান' তথা ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এডুকেশনের উদ্যোগে প্রথম সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ফজলে হাসান আবেদ এবং অপরাহ্নের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। অধিবেশনের মূল প্রবন্ধ 'শিক্ষা ও সাক্ষরতা: আগামী দশকের ভাবনা' প্রণয়ন ও উপস্থাপনের দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। এই সেমিনার থেকে বেশকিছু বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা উঠে আসে। তখনকার দিনে আমরা স্বপ্ন দেখতাম ব্যাপক জনগোষ্ঠী সমাবেশনের মাধ্যমে দেশে একটি কার্যকরী সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনের। আমাদের স্বপ্নটা হয়তো-বা ছিল অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী, ঠিক আজকের ন্যায় হিসাবনিকাশের ছকে বাঁধা ছিল না, কিন্তু সৃজনের প্রধান ও প্রাথমিক শর্ত কল্পনার উপস্থিতি এবং বৃহত্তর কর্মোদ্দীপনা ছিল প্রবল।

এর পরের বছর গণসাক্ষরতা অভিযানের তহবিল যোগানের জন্য আবারও ব্র্যাক, প্রশিকা, গণসাহায্য সংস্থা ও এফআইভিডিবি প্রত্যেকে সাড়ে-বারো লক্ষ টাকা হারে অনুদান প্রদান করে। অভিযানের কার্যক্রম সংগঠিত ও কার্যকর করার জন্য একজন যোগ্য পরিচালক খোঁজা হচ্ছিল এবং অচিরেই দেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন নবগঠিত গণসাক্ষরতা অভিযানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যদিও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন উন্নয়ন-সহকর্মী অভিযানের নির্বাহী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছেন। ম. হাবিবুর রহমান এবং নিশাত জাহান রানা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন অভিযান পরিচালনায়। ড. শরফুদ্দিন এসে সংস্থার পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৯৬ সনে ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন সহসা অবসরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে হঠাৎ করেই অভিযান পরিচালনে এক ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়। এদিকে দাতাসংস্থাগুলোও তহবিল যোগানের ব্যাপারে খানিকটা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। অভিযানের কাউন্সিল-সভাপতি তৎকালে উন্নয়নক্ষেত্রে নিবিড়ভাবে সক্রিয় রাশেদা কে. চৌধূরীকে গণসাক্ষরতা অভিযানের হাল ধরার আহ্বান জানান। অন্যান্য কাউন্সিল-সদস্যবৃন্দও সভাপতির উত্থাপিত প্রস্তাবে সম্মতি দেন। শুরু হয় রাশেদা কে. চৌধূরীর নেতৃত্বে অভিযানের নবতর যাত্রা। রাশেদা কে. চৌধূরীর সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল অভিযানের সচিবালয়ের সদস্যদের হৃত উদ্যম ফিরিয়ে আনা, ঘর গোছানো এবং সেই সঙ্গে তহবিল সংগ্রহ। কাজগুলো ক্রমে রাশেদা কে. চৌধূরী নিষ্পন্ন করতে থাকেন অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে। কাউন্সিল-সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ সবাই মিলে তাঁকে এই কাজে ঐকান্তিক সহযোগিতা করেন।

নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে, সম্ভবত ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের শিক্ষা ও সাক্ষরতার সার্বিক চিত্র ধারণের জন্য নাগরিক সমাজকে নিয়ে 'এডুকেশন ওয়াচ'-এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান এই নবপ্রবর্তিত নাগরিক উদ্যোগের সচিবালয় হিসেবে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পায়। এতে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সহায়তা প্রদানের ব্যাপারে ড. মনজুর আহমদ ও ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী এগিয়ে আসেন। গবেষণার কাজ সম্পাদন করে ব্র্যাকের গবেষণা বিভাগ। ১৯৯৯ সনে 'এডুকেশন ওয়াচ' পরিচালিত প্রথম গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কালক্রমে এডুকেশন ওয়াচের প্রতিবেদন ও গোটা প্রক্রিয়া বাংলাদেশের শিক্ষার চালচিত্রানুসন্ধানী একটি সর্বজনগ্রাহ্য উৎস ও আকর হিসেবে সমাদৃত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে।

বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে 'প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি', পিইডিপি বাস্তবায়িত হচ্ছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে। এ-ধরনের কর্মসূচিতে নাগরিক সমাজের চিন্তাভাবনা, পরামর্শ ও সুপারিশ ইত্যাদি সন্নিবেশিত করার কাজে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রথম থেকেই অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। 'এডুকেশন ফর অল' তথা 'সবার জন্য শিক্ষা' আন্তর্জাতিক কর্মকাঠামোর নিরিখে বাংলাদেশে অধিপরামর্শমূলক কর্মসূচি পরিচালনে গণসাক্ষরতা অভিযানের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান।

এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধারাবাহিকতার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রভৃতি কাজেও অভিযান ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অধিপরামর্শমূলক কর্মতৎপরতায় গণসাক্ষরতা অভিযানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গণসাক্ষরতা অভিযান বাংলাদেশে কর্মরত উন্নয়ন-প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নাগরিক সমাজের একটি কার্যকর জোট হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। এই বিকাশের পেছনে রয়েছে এর পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের দূরদৃষ্টি, মেধা ও সপ্রেম শ্রমের বিনিয়োগ। পেশাজীবী সংগঠনসমূহের জোট হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযানের পঁচিশ বছরের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় নৈর্ব্যক্তিক নীতিমালা, দায়বোধ ও বিষয়-নির্দিষ্ট নিবিষ্ট অনুধ্যান, তত্ত্ব-ও-তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিঃশর্ত অবদান নিয়ত ক্রিয়াশীল।

গত কয়েক দশকের উন্নয়ন-অভিযাত্রায় বাংলাদেশ মানবিক ও সামাজিক উন্নয়ন সূচকসমূহের নিরিখে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। এই অভিযাত্রায় দেশের সরকার, বেসরকারি খাত, নাগরিক সমাজসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সর্বোপরি দেশের সুবিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠীর রয়েছে নিরলস শ্রম ও কর্মোদ্যোগের অবদান। গণসাক্ষরতা অভিযান এক্ষেত্রে বাস্তবানুগ নীতিমালা প্রণয়ন, অধিপরামর্শমূলক তৎপরতা গ্রহণ ও সচল রেখে এবং দেশের শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুভ-উদ্যোগসমূহ প্রবর্তন ও অনুরূপায়ণে এই প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ধর্মী ভূমিকার প্রয়োজনীয়তা ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে প্রমাণিত। আমাদের দেশের মানবোন্নয়ন ও সমাজ-রূপান্তরের ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে রয়েছে ব্যাপক বিঘ্ন ও নবীন সময়ের নব নব অভিকাঙ্ক্ষা সামাজিক কর্মপ্রকল্পনাগুলোতে সন্নিবেশনের তাগিদ। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে সেই অনাগত সময়ের সার্বিক পরিস্থিতির প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবেচনার। এই অভিযাত্রা আবহমান। গণসাক্ষরতা অভিযান দেশ ও দশের সেই অভিপ্রায় পূরণের এক গতিশীল কেন্দ্র।

[পুনর্মুদ্রণ]

30 years of CAMPE

ফিরে দেখা পঁচিশ বছর

দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিষ্ঠা। এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে দেশের সর্বস্তরের জনমানুষের মাঝে সাক্ষরতা সচেতনতা বৃদ্ধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের কী ভূমিকা তার ধারণা দেওয়া ছিল এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, এই জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল 'সবার জন্য শিক্ষা'র পথ সুগম ও সুযোগ সম্প্রসারণ। এ লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়। ২০০০ সালের আগেই তারা নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রতিজ্ঞায় একত্রিত হয়। সম্মিলিত এই ঐক্য প্রতিষ্ঠানই হলো গণসাক্ষরতা অভিযান। নব্বইয়ের ভাষার মাস থেকে ধীরে ধীরে রচিত হতে থাকে গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মক্ষেত্র।

৫ থেকে ৯ জানুয়ারি, ১৯৯০-এ থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ১৫৫টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সবার জন্য শিক্ষা শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ থেকে বেসরকারি সংস্থার দাপ্তরিক প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্মেলনে যোগ দেন ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান (জিএসএস), ড. সালাহউদ্দিন আহমেদ (ব্র্যাক), যেহীন আহমেদ (এফআইভিডিবি) এবং আরমা দত্ত (প্রিপ ট্রাস্ট-দাতাসংস্থা)। উদ্বোধনী দিনে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত আসনে তাঁরা বাংলাদেশের এনজিওদের পক্ষ থেকে আরো একজনকে দেখতে পান। পরিচয়ের পর জানতে পারেন তিনি নানফে (NANFE-National Association for Non-Formal Education)-এর প্রতিনিধিত্ব করছেন। বাংলাদেশের প্রায় শতাধিক এনজিওর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হলো নানফে, ব্র্যাক, জিএসএস ও এফআইভিডিবিও নানফে-র সদস্য-প্রতিষ্ঠান।

সেদিন রাতে অর্থাৎ ৫ জানুয়ারি ১৯৯০, ব্যাংককে বসেই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন দেশে ফিরে গিয়ে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত সব এনজিও'র একটি সম্মেলন আহ্বান করবেন। তাছাড়া বিশ্ব সম্মেলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাংলাদেশের এই প্রতিনিধি দলকে একটি জাতীয় উদ্যোগ নিতে বিশেষভাবে প্রণোদিত করে। তারা একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্ভাবনা, যৌক্তিকতা, কর্মপরিধি ইত্যাদি নিয়ে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ফজলে হাসান আবেদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

ম. হাবিবুর রহমান
mv‡eK †Kv va ÿ
MYmvÿ iZv Awfhvb

এর পূর্বে আরো একটি ঘটনা এনজিও নেতৃবৃন্দকে অনুরূপ ভাবনায় উজ্জীবিত করেছিল। সম্ভবত ১৯৮৮-এর দিকে আরো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই প্রতিষ্ঠানটি নাম ছিল BCME-Bangladesh Council of Mass Education। ইউএনডিপির গণশিক্ষা প্রকল্প METSLO (Mass Education Through Small and Local Organization) পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিল BCME। কিন্তু এক বছর পরে অনুষ্ঠিত মূল্যায়নে ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে ইউএনডিপি এই প্রকল্পটি স্থগিত রাখে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনায় সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতার কারণে অনেক এনজিও নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। ব্যাংকক থেকে ফিরে এসে মাহমুদ ভাই, যেহীন ভাই, সালাউদ্দিন ভাই, আরমাদি একত্রে আবেদ ভাই (ব্র্যাক), ফারুক ভাই (প্রশিকা), আতাউর ভাই (জিইউপি), রফিক ভাই (ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন), রোকেয়া আপা (এসএনএসপি), জাফর ভাই (জিকে), জেফরিদাসহ (কারিতাস) অন্যান্য নেতৃস্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেন। মোটামুটিভাবে ঠিক হয় যে, তারা মে-জুনে শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের একটি সম্মেলন আহ্বান করবে এবং ইতোমধ্যে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এনজিওদের সহায়তায় একটি সচিবালয় গড়ে তুলবে।

২৩ জুন ১৯৯০-এ 'সবার জন্য শিক্ষা ও বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মূলধারার সাক্ষরতা কার্যক্রমসম্পৃক্ত এনজিওসমূহের প্রথম কর্মশালা। দিক-নির্দেশনামূলক এই কর্মশালাটি থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রস্তুতিমূলক

পর্যায়ে কী কী করণীয় তা ঠিক হয় এবং ১৯৯০-৯২ সালকে প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। এখানেই ঠিক হলো চিহ্নিত কাজগুলো পরিকল্পনা মতো এগিয়ে নেওয়ার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই সচিবালয় নিচের কাজগুলো সম্পাদন করবে:

- দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করবে;
- দাতাগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার পরিবর্তনে পরামর্শ প্রদান করবে;
- সিভিল সমাজকে সঙ্গে নিয়ে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলনের পক্ষে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে;
- দেশব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কাজ আগামী দু'বছরের মধ্যে সম্পাদন করবে।

নব্বইয়ের ফেব্রুয়ারি মাস জুড়ে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইত্তেফাক ও ডেইলি স্টার পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গণসাক্ষরতা অভিযানের অভ্যুদয়, কর্মপরিধি, অভিষেক নিয়ে প্রচারাভিযান চলে। এ সময় গণসাক্ষরতা অভিযানের অভ্যুদয় নিয়ে প্রথম দিকে যেসব প্রচারণা হয় তাতে এ সংগঠনের নামটি দেওয়া হয়নি। এ প্রচারের শেষ পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নাম প্রকাশ করা হয়।

গণসাক্ষরতা অভিযানে আমি যোগ দিই ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে। আমি তখন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে কর্মরত। কোনো একটি অনুষ্ঠানে মাহমুদ ভাইয়ের সঙ্গে কথা হলো। বললেন, পরদিন বিকেলে অফিস শেষে আমি যেন তাঁর অফিসে যাই। পরদিন গেলাম জিএসএস অফিসে। সেখানে গিয়ে দেখি, আগে থেকেই এসে গেছেন আমাদের অনেকেরই প্রিয় আরমাদি-প্রিপ ট্রাস্টের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর। আধা ঘণ্টা পর প্রায় একসাথেই এলেন আতাউর ভাই এবং যেহীন ভাই। এদের দু'জনের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল। ওরা আসার পরপরই আতাউর ভাই বললেন, মাহমুদ, আমি ঠিক করেছি হাবিবকে নিয়ে আমরা নতুন এয়ারপোর্টের পাশে একটি রেঁস্তোরা আছে, সেখানে যাব। তাঁরা আমাকে একটি চাইনিজ রেঁস্তোরায় নিয়ে গেলেন। নানারকম প্রশ্নের কাঠগড়া উৎরে তাঁরা আমাকে পহেলা সেপ্টেম্বর ১৯৯০-এ গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগ দিতে বললেন।

জুন ১৯৯০ থেকে জিএসএস-এর একটি কক্ষেই প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছিল গণসাক্ষরতা অভিযানের। মাহমুদ ভাইয়ের কক্ষে আমার প্রথম অবহিতকরণ সভা হলো। ১৯৯০ থেকে ১৯৯২ ছিল অভিযানের প্রস্তুতিকাল। গত ২৫ বছরে অভিযানের পতাকার দায়িত্ব পালন করেছে এ প্রতিষ্ঠানটির লোগো। আজ আমাদের সবার পরিচিত এ লোগোটির রূপকার ছিলেন আহমেদ ফজলুল করীম। করীম ভাই তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ ডিজাইনার। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে বিনা সম্মানীতে তিনটি লোগো আঁকেন। অভিযান কাউন্সিল বর্তমান লোগোটি অনুমোদন দেয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ১৯৯১ সালে দুটো পোস্টার প্রকাশ করে। পোস্টার দুটোর উদ্দেশ্য ছিল সাক্ষরতা ও শিক্ষা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি। পোস্টার দুটোর শিরোনাম ছিল যথাক্রমে সবার জন্য শিক্ষা ও শিক্ষা মুক্তির চাবিকাঠি। গণসাক্ষরতা অভিযানের যাত্রালগ্নে পোস্টার দুটো দেশব্যাপী গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রচারাভিযানে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এ পোস্টার দুটোর নকশা আঁকেন আহমেদ ফজলুল করীম। ১৯৯১-এ গণসাক্ষরতা অভিযান ১৮৬০ সালের সোসাইটিজ এ্যাক্ট অনুযায়ী নিবন্ধিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কর্মশালা আয়োজিত হয়। দেশব্যাপী শিক্ষা ও সাক্ষরতা নিয়ে কর্মরত এনজিওদের তথ্যসংগ্রহ, মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং অক্সফামের সাহায্যপুষ্ট ৩৪টি এনজিওর নির্বাহী প্রধান ও সহপ্রধানদের জন্য প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযান Asian South Pacific Bureau of Adult Education (ASPBAE)-Gi m`m পদ লাভ করে এবং সর্বপ্রথম 'সবার জন্য শিক্ষা' (EFA) আঞ্চলিক সম্মেলন আয়োজন করে। বৃহত্তর নাগরিক সমাজে গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম দৃষ্টিগ্রাহ্য ও স্বীকৃতিযোগ্য হয়ে ওঠে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রস্তুতিমূলক কাজের মধ্যে অন্যতম ছিল সাক্ষরতা শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ। এই তথ্য ভাণ্ডারের উপজাত হিসেবে প্রস্তুতি পর্বে প্রকাশিত হয় অনেকগুলো প্রকাশনা। এর মধ্যে ছিল : বাংলাদেশের সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ; বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ চাহিদা; সাক্ষরতা উপকরণ; বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা; ডাইরেক্টরি অব এনজিওস উইথ এডুকেশন প্রোগ্রামস্; সাক্ষরতা কার্যক্রম ও উপকরণ: কিছু প্রস্তাবনা; সাক্ষরতা প্রসারে মফস্বল সংবাদপত্রের ভূমিকা, ম্যাপিং অব এনজিওস্ উইথ লিটারেসী প্রোগ্রামস্।

বাংলাদেশের সাক্ষরতা কার্যক্রম ও শিক্ষোপকরণ : কিছু সুপারিশ। এই কাজ করার জন্য অভিযান ৮ সদস্যের একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। প্রাথমিক ও বয়স্ক শিক্ষার পরিমণ্ডলে ব্যবহৃত প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীর উপকরণসমূহ পর্যালোচনা করাই ছিল এ টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য।

টাস্কফোর্সের সদস্যরা হলেন- প্রফেসর হালিমা খাতুন (পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, উপ-পরিচালক, ভার্ক; ড. সুধীর চন্দ্র সরকার, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, ব্র্যাক; শামসে হাসান, প্রধান, প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম, জিএসএস; আ. ন. স. হাবীবুর রহমান, সমন্বয়কারী, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, এফআইভিডিবি; শাহনেওয়াজ খান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, গণশিক্ষা কার্যক্রম, ডানিডা এবং ম. হাবিবুর রহমান, সমন্বয়ক, গণসাক্ষরতা অভিযান। এছাড়াও টাস্কফোর্সের পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন গুডরুন সিদারব্লদ, সিডা। এই টাস্কফোর্সকে সহায়তা করেন এনামুল হক খান তাপস ও মোস্তাফিজুর রহমান বাবু। ১৯৯১ সালের শেষ দিকে টাস্কফোর্স এই প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে। বিশ্লেষণধর্মী এই প্রতিবেদনটি ঐ সময়ের উপকরণাদির একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বেশ প্রশংসা অর্জন করে।

অভিযানের প্রস্তুতিমূলক কর্মতৎপরতার পাশাপাশি অভিযানের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এমন কিছু কাজ করা হয়েছে, যা কিনা ধারাসৃজনী কাজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর একটি ছিল লোকসাহিত্যভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ এবং পরিপূরক শিক্ষা উপকরণ রচনা। প্রথমোক্ত কর্মতৎপরতা দিল বয়স্কদের জন্য আর দ্বিতীয়টি ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছাত্রী-ছাত্রীদের জন্য। লোকসাহিত্যকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ায় উপকরণ রচনায় অভিযানের এ উদ্যোগটি ছিল অনুকরণীয় উদাহরণ। এখন পর্যন্ত এ ধারা অনুসরণ করে শুধু এনজিওরা নয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট পাবলিশার্সও বই-পুস্তক রচনা করছে।

১৯৯৩ সালের প্রথম দিকে ঠিক হলো জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তিত্বকে অভিযানের পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে আবেদ ভাই ও মাহমুদ ভাই পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য অর্থনীতিবিদ ড. আনিসুর রহমান, প্রাক্তন সচিব মোকাম্মেল হক এবং প্রাক্তন সচিব ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। ড. রহমান বলেছিলেন, দেশে-বিদেশে অনেক কাজ করেছি, এখন শুধু নির্মল আনন্দের জন্য রবীন্দ্রচর্চা করব। অন্য কিছু নয়। আর জনাব হক তখন সবেমাত্র অবসরে গেছেন। বললেন, এ মুহূর্তে চাকরি করার কথা ভাবছি না। ড. রহমান ও জনাব হক- তাঁরা দু'জনেই এমন একটি মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং বললেন প্রয়োজনে তাঁরা সহায়তা করবেন। মুতী ভাই অভিযান গঠনের প্রেক্ষাপট, প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মনোযোগসহকারে শুনলেন, বললেন, 'এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলে খুশীই হবো'।

১৯৯৩ সালের জুন মাসে ড. আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন এ প্রতিষ্ঠানে পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। এতে করে দাতাসংস্থাগুলোর কাছে এ প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং একটি কনসোর্টিয়ামও এ প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা দিতে সম্মত হয়। মূলত ১৯৯৩ সাল থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের একটি শক্তিশালী কাঠামো রচিত হয়। এডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং বিষয়ে এনজিওদের সক্ষমতা বিনির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ, শিক্ষা কার্যক্রম

নিয়ে গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজ নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান ৪টি ইউনিটে বিভক্ত হয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে। এ সময়েই গণসাক্ষরতা অভিযান আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন শুরু করে এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। সেই থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারকে নানাভাবে এ দিবসটি উদযাপনে সহায়তা করে আসছে। ১৯৯৩ সালেই গণসাক্ষরতা অভিযান সাক্ষরতা বুলেটিন-এর প্রকাশনা শুরু করে। পড়ুয়া, কিশোরী কথা নামক ২টি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয় পরবর্তীকালে। এর সঙ্গে বর্তমানে পহর নামে একটি ত্রৈমাসিক ও প্রয়াস নামে একটি দ্বিমাসিক নিজউলেটার প্রকাশিত হয়।

১৯৯৩-৯৫ সালে ডেভিড ক্লার্ক ডিএফআইডি'র থার্ড সেক্রেটারি হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন। এ সময়ই ডেভিডের সঙ্গে শিক্ষা-প্রশিক্ষণে বিশেষ করে বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিসরে কর্মরত সদস্য-কর্মীদের সক্ষমতা বিনির্মাণের নানা রকমের কৌশল নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে প্রায় বছর খানেকের আলাপ-আলোচনা ও গবেষণার ফল হিসেবে, শুরু হয় সক্ষমতা বিনির্মাণের কার্যক্রমটি। কোর্সটি ছিল মোট সাড়ে আট মাসের। যতটুকু মনে পড়ে, গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রায় ১৫ জন কোর্স দুটিতে অংশ নেয়। এদের মধ্যে অভিযানের কোটায় শিশু নিলয়, কনসার্ন বাংলাদেশ ও ইউএসটি'র তিন জন যোগ দেয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সক্ষমতা বিনির্মাণের এত বড় সুব্যবস্থিত কার্যক্রম গত ২০ বছরে কেউ হাতে নেয়নি। ডিএফআইডি'র এ কোর্সটির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫০০ জন সদস্য-কর্মী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

শুরু থেকেই অভিযান সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ (PMED) অভিযানকে প্রথম একটি কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৯২ সালের শেষের দিকে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা'র কার্যক্রম নির্ধারণী একটি কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে আমি অভিযানের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় বছরখানেক কাজ করি। বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের টাস্ক ম্যানেজার ও বিশ্বব্যাংকের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ হেলেন আবাদজী সরকারের সঙ্গে অভিযানের এই সেতুবন্ধনে সহায়তা করেছিল।

৪/৫ বছরের মধ্যে অভিযান সরকারের দুটি বড় দলকে দেশের বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এখন যারা অভিযানে কর্মরত রয়েছেন তাদের অনেকের কাছেই মনে হবে, এটা আর এমন কী কঠিন কাজ? সত্যি কথা! কিন্তু নব্বইয়ের প্রথম দিকে এটা ভাবা খুবই কঠিন ছিল- একটি নতুন ঐক্য প্রতিষ্ঠানের ডাকে সরকারের সাড়া দেওয়া। প্রথম দলটি গিয়েছিল নেপালের কাঠমন্ডুতে অনুষ্ঠিত Critical Thinking in Literacy বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালায়। বাংলাদেশ দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তৎকালীন একজন যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)। এ দলে বাংলাদেশ থেকে ৭ জন প্রতিনিধি যোগ দেয়। তাদের মধ্যে ৪ জনই ছিলেন সরকারি প্রতিনিধি। দ্বিতীয় দলটিকে অভিযান পাঠায় দিল্লীতে। এটি ছিল Mobile Literacy Workshop বিষয়ক আঞ্চলিক পর্যায়ের একটি কর্মশালা। এ কর্মশালায়টি যোগ দেয় ৫জন প্রতিনিধি। এ দলটির নেতৃত্ব দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব আনিসুর রহমান। এই দুটি কর্মশালায় অভিযানের নেটওয়ার্ক, আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও কারিগরি সামর্থ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিভূত করে।

গণসাক্ষরতা অভিযান 'সমন্বিত সাক্ষরতা অভিযান' (Integrated Literacy Campaign-ILC) শুরু করে জানুয়ারি, ১৯৯৪ সালে। কুড়িগ্রামের গোটা গুনাইগাছ ইউনিয়ন জুড়ে এই সাক্ষরতা অভিযান বাস্তবায়ন করা হয়। গুনাইগাছ ইউনিয়নের ৬-৩৫ বছরের সকল জনমানুষকে সাক্ষরতা প্রদানই ছিল এই অভিযানের মূল লক্ষ্য। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে কর্মরত ১০টি স্থানীয় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অভিযান কর্মসূচি পরিচালনা করে। অভিযান মূলত সহায়কের ভূমিকা পালন করে। দুটি পর্যায়ে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। দুটি পর্যায়ে মোট ১৮১টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, ২৬টি কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্র ও ২৫টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সমন্বিত অভিযানে আরডিআরএস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ

গণসাহায্য সংস্থার পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করা হয়। কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসন এই কার্যক্রম মূল্যায়ন করে এবং তৎকালীন জেলা প্রশাসক গুনাইগাছ ইউনিয়নকে প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত ইউনিয়ন হিসেবে ঘোষণা দেন। এই সমন্বিত অভিযান সফলতার সঙ্গে শেষ হয় ডিসেম্বর, ১৯৯৫ সালে। তখন সমন্বিত সারক্ষতা অভিযান সীমিত সময়ে, সীমাবদ্ধ অর্থায়নে এবং সমন্বিতভাবে সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার মডেল হিসেবে গণ্য হয়।

১৯৯৭ সালে রাশেদা কে. চৌধূরী এ সংগঠনে পরিচালক পদে যোগ দেন। তাঁর নেতৃত্বে এ সংগঠনটির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা যেমন বিকশিত হয় তেমনি আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সংগঠনের গ্রহণযোগ্যতাও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এ সংগঠনটি একটি পার্টনারশীপ সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে শুরু হয় গণসাক্ষরতা অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়। ১৯৯৯ সাল থেকে এই সংগঠন ইউএনডিপি-এর সহায়তায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বৃহদাকার পরিবেশ শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়। ১৯৯৮ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান এডুকেশন ওয়াচ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ২০০০ সালেই প্রকাশিত হয় এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রথম প্রতিবেদন। ১৯৯৯ সাল থেকেই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এসডিসি গণসাক্ষরতা অভিযানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। আর ২০০২ সালে এর সঙ্গে যুক্ত হয় দাতাসংস্থা নেদারল্যান্ড এমবাসি ও অক্সফাম নভিব। বর্তমানে আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ডিএফআইডি।

ইতোমধ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান পার করছে ২৫ বছর। ১৯৯০ সালে মাত্র ৪ জন কর্মী নিয়ে গঠিত এ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মী সংখ্যা ৭৩ জন। এরাই মূলত গণসাক্ষরতা অভিযানের সম্পদ। গণসাক্ষরতা অভিযানের নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে। বর্তমানে গণসাক্ষরতা অভিযান নানারকম অংশীজনদের মধ্যে বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী তৈরি করতে পেরেছে। আমি এখনও গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভবিষ্যতেও থাকতে চাই। গণসাক্ষরতা অভিযান সবাইকে নিয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করার যে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করেছে, আমার বিশ্বাস তা অনাগত অবিষ্যতেও সমুন্নত থাকবে। এভাবেই এই প্রতিষ্ঠানটি তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে।

[পুনর্মুদ্রণ]

গণসাক্ষরতা অভিযান এবং আমার কিছু সুখস্মৃতি

গণসাক্ষরতা উচ্চারণের সাথে সাথে আমার স্মরণে উদ্ভাসিত হয় একটি নাম। রাশেদা কে. চৌধূরী। ১৯৯২ সাল। আমি তখন ইউনিসেফ-এ মহিলা কর্মসূচি প্রধান। জয়েন্ট-গভর্নমেন্ট-ফরেন ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স টাস্ক ফোর্স-এ (Joint-Government-Foreign Development Partner's Task Force) দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এবং নারী উন্নয়ন সমন্বয়ক হিসেবে আমি তখন খুবই ব্যস্ত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে WID ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর। এই ফোকাল পয়েন্ট সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য ছিল এদেশের নারীদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ এবং এ সম্পর্কে জবাবদিহিতার সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া গড়ে তোলা ও তা সক্রিয় রাখা। সেই সময় এর একটি টিওআর (Terms of Reference) তৈরি করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিলাম একজন যোগ্য ব্যক্তিকে, যাকে দিয়ে এ কাজটি পরিপাটিভাবে সম্পন্ন করা যায়। সৌভাগ্যবশত পেয়ে গেলাম রাশেদাকে। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় ওমেন ফর ওমেন-এর একজন সদস্য হিসেবে। বিভিন্ন সভায় তাঁর বলিষ্ঠ কার্যকরী ভূমিকা দেখে তাকেই WID ফোকাল পয়েন্ট-এর প্রথম খসড়া তৈরি করার জন্য ইউনিসেফ থেকে কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হলো। রাশেদা অবিরাম পরিশ্রম করে সময়সীমার মধ্যে কাজটা করে দিল। সেদিন তার দায়িত্ববোধ এবং তীক্ষ্ণ লেখনী দেখে আমরা সকলে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। আজ GB WID ফোকাল পয়েন্ট প্রায় প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে সুপরিচিত। এর প্রথম ধাপের প্রথম কাজটির কারিগর ছিল সুদক্ষ নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী। তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্ক গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগদানের পূর্ব থেকেই। এই সূচনা বক্তব্য দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলাম এই জন্যই যে রাশেদার মাধ্যমেই গণসাক্ষরতা অভিযানের সঙ্গে আমার সুদৃঢ় সম্পর্ক তৈরি হবার সেতু নির্মাণ হয়।

2

সম্ভবত ১৯৯৮ সালে রাশেদা একদিন আমাকে ফোন করে বলল, আমরা বাৎসরিক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্ট প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আপনাকে আমাদের সাথে চাই। খুবই খুশি হলাম। সেই থেকে তাদের সঙ্গেই আছি। এই অভিনব উদ্যোগের সাথে জড়িত হয়ে যাদের সান্নিধ্যে এসেছি এবং যাদের সাথে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁরা সকলে সমাজের সম্মানিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। এডুকেশন ওয়াচের সকল সদস্যদের অমূল্য অবদান বিশেষভাবে স্মরণ করি সর্বদা। তাঁদের মধ্যে দু'একজনের নাম উল্লেখ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। এ. এন. এম. ইউসুফকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যিনি প্রথম দিকে এই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত প্রকাশনার নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ তিনি প্রয়াত। কিন্তু তাঁর কাজ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আরেক জন পূজনীয় ব্যক্তি কাজী ফজলুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে আমি অনেক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, যখন তিনি প্ল্যানিং কমিশনে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য ছিলেন। আমি তখন ইউনিসেফ-এ।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক কাজে প্রায়ই তাঁর সাথে দেখা হতো। এডুকেশন ওয়াচের যতগুলো সভা তাঁর সভাপতিত্বে হয়েছে তাতে শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দিকগুলোর ওপর আলোকপাত ছাড়াও কাজী ফজলুর রহমানের বিশেষ মূল্যবোধ আমাকে সব সময় স্পর্শ করেছে। নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন এবং নারীর প্রতি তাঁর গভীর সম্মানবোধ- এ দু'টো বিষয়ে তাঁকে সর্বদা সচেতন থাকতে দেখেছি। প্ল্যানিং কমিশনে থাকতে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক বক্তব্যতে তাঁর মায়ের অবদানের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বলতেন এভাবে- আমার মায়ের জন্য আমার সব ভাইরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কোনো উন্নয়নে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তারা যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। সত্যিকারের অবদান রাখতে হলে নারীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তৈরি করতে হবে। এই বিষয়ে সকলের সোচ্চার হওয়া উচিত। তাঁর কথায় এবং কাজে কোনো দিন ফাঁক দেখিনি। তার এই কথাগুলো এখনো আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়। এডুকেশন ওয়াচ-এর সভাপতিত্বকালেও তাঁকে নারীদের প্রতি সম্মানসূচক বার্তা দিতে শুনেছি।

জওশন আরা রহমান
সাবেক প্রধান কর্মসূচি পরিচালক
ইউনিসেফ

30 years of CAMPE

3

দু'বছরের জন্য ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য হিসেবে বিভিন্ন সভায় আমার যোগদান করার সুযোগ হয়েছিল। এর মাধ্যমে বহুবিধ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নারী ও শিশু অধিকার, পরিবেশ, মানবাধিকার, নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মতবিনিময় করার অভিজ্ঞতাও লাভ করেছি। অনেক তথ্য জানতে পেরেছি। গণসাক্ষরতা অভিযান এসব ক্ষেত্রে কাজ করার একটা অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে। ক্রমশ বিস্তৃত করার প্রচেষ্টা নিয়েছে। এ পর্যন্ত সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, শিক্ষা সংগঠন, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের মধ্যে ঐক্য এবং সম্প্রীতি বজায় রেখে গণসাক্ষরতা অভিযান যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে- তা অনন্য বলা যায়। বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে, এডভোকেসির ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান তারা রেখেছে তা অনস্বীকার্য। তাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে শিক্ষণীয়, সরকারি-বেসরকারি সম্প্রীতিমূলক সুবিন্যস্ত কৌশল, যেটা তাদের সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি বলে আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস।

গণসাক্ষরতা অভিযানের বিভিন্ন সভায় লক্ষ্য করেছি তাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের অধিকার, শিশুর অধিকার এবং মর্যাদা রক্ষা করে এডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণ করার দৃঢ় পদক্ষেপ, নারী-পুরুষের সমতা আনয়নের ক্ষেত্র তৈরি এবং তার বিস্তৃতির প্রচেষ্টা। এসব সাফল্যের পশ্চাতে আসল চালিকাশক্তি হলো এর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যবৃন্দ। বিশেষ করে এর নির্বাহী পরিচালক এবং তাঁর কর্মীদের স্বচ্ছতা, পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি সকলের বিনম্র ব্যবহার গণসাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের প্রধান কারণ।

এই প্রতিষ্ঠানের সূচনালগ্নে ১৯৯০ সালে আমি সরাসরি যুক্ত ছিলাম না। যারা ছিলেন তারা প্রায় সকলেই আমার গুরুজন, শিক্ষক, বন্ধু-সুজন, সম-পথের পথিক। তাদের এই উদ্যোগের জন্য, এই দূরদর্শিতার জন্য আমরা, দেশবাসী কৃতজ্ঞ। এই কথাটির প্রমাণস্বরূপ একজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে, যিনি সূচনালগ্নে এবং তারপর গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্ণধার ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি আমাদের নমস্য, সকলের প্রিয় স্যার ফজলে হাসান আবেদ। আজ সারা বিশ্বের কাছে তিনি আমাদের গৌরব। অদ্যাবধি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব সুপরিচিত ব্র্যাক, ব্র্যাকের রিসার্চ সেকশন গণসাক্ষরতা অভিযানকে সহায়তা দিয়ে আসছে। ব্র্যাক-এর এই শর্তহীন কাজের ঋণ আমরা কোনো দিন পরিশোধ করতে পারব না।

আর একজন অতি কর্মঠ সদস্যের কথা বলতে চাই। তিনি গণসাক্ষরতা অভিযানের জন্য প্রচুর কাজ করেন। আবার নীরবেও বহু কাজ সম্পন্ন করেন। তাই তাঁকে আমি আমাদের নীরব পথপ্রদর্শক বলি। তিনি আমাদের মনজুর ভাই- ড. মনজুর আহমেদ। কেবলমাত্র সর্বজনীন শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষা-উপাদান অনুসন্ধান এবং তার জন্য সুচিন্তিত নির্দেশনা প্রদানও প্রশংসনীয়। বিভিন্ন সভায়, তিনি কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন না করে চমৎকারভাবে প্রতিটি বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর একটি সরল সারাংশ তৎক্ষণাৎ তৈরি করে সকলের সামনে তুলে ধরেন। আর একটি শিক্ষণীয় দিক, নেতিবাচক বক্তব্যগুলোকে ইতিবাচক রূপ দিয়ে উপস্থাপন করার বিশেষ কৌশল।

গণসাক্ষরতা অভিযানের বহুমুখী কর্মসূচির মধ্যে আর একটি ক্রমচলমান কাজ এর বহুল প্রচারিত সাক্ষরতা বুলেটিন। অতি সম্প্রতি জানুয়ারি ২০১৬, ২৬০ নম্বর সংখ্যা আমার হস্তগত হয়। এই প্রকাশনার সূচনালগ্ন কখন কীভাবে হয় সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কিন্তু এর পরিবেশনা আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে সর্বদা। এতে যেমন তৃণমূল থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ে পরিকল্পনা পর্যন্ত নানান খবর প্রকাশিত হয়, আবার তথ্যবহুল বিশ্লেষণও পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময়ে বাংলা সাহিত্য-সম্ভারও পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এমনি একটা সুলিখিত প্রবন্ধ এই বুলেটিনের কোনো একটি সংখ্যায় পড়েছিলাম। শফি আহমেদ-এর লেখা রবীন্দ্রনাথ এবং সমসাময়িক তিন কবির প্রকাশভঙ্গী এবং কাব্যিক বিশিষ্টতা সম্পর্কে লেখাটি পাঠ করে আমি বিমুগ্ধ হয়েছি, সমৃদ্ধ

হয়েছি। আমার প্রত্যাশা এ ধরনের উঁচুমাপের অথচ আনন্দবহুল সুখপাঠ্য রচনাও যেন আরো বেশি বেশি এই বুলেটিনে যথাসময়ে স্থান পায়। প্রতি মাসে আমি এই বুলেটিনের প্রতীক্ষায় থাকি।

4

১৯১৪ সাল। দু'বছর স্থায়িত্বের কাউন্সিল সদস্য-পদ শেষে গণসাক্ষরতা অভিযানের একটি সভায় আমদের দু'জনকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হলো অতি মনোরম ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে। সেই সভায় সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেছিলেন, 'জওশন আপাকে সব সময় আমাদের মাঝে পেয়েছি। তাদের স্থান পূরণ করতে যারা আসবেন আশা করি তারাও একইভাবে আমাদেরকে সহায়তা করবেন।' এটা একটা অতি সাধারণ উক্তি। কিন্তু অর্থবহুল এবং ইঙ্গিতপূর্ণ। এর মাধ্যমে তিনি সকল সদস্যকে বিনীতভাবে বার্তা দিলেন যে, যেন সকলে গণসাক্ষরতা অভিযানে কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এভাবে বিভিন্ন সহজ কৌশলের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান আজ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান সাফল্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একজন সাধারণ সদস্যকে এ অসামান্য সম্মানের সহিত বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার ক্ষণটি আমার স্মৃতিতে চির জাগরুক থাকবে। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম আমিও তাদের সাথে আজীবন থাকব।

5

এই প্রতিষ্ঠান, যাঁরা বিন্দু থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ ২৫ বছর সুশৃঙ্খল এবং সুশাসনের সাথে পরিচালিত করেছেন, কাজ করেছেন, বিনা দ্বিধায় আনন্দের সঙ্গে তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন- তাঁদের সকলকে আজ এই শুভ লগনে, রজত জয়ন্তীতে আমার অশেষ অভিনন্দন।

[পুনর্মুদ্রণ]

গণসাক্ষরতা অভিযানের তিন দশক : কতিপয় উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা

গত ত্রিশ বছরে অনেক উদ্ভাবনী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান। বর্তমানে এ সকল কাজের গুরুত্ব কিছু কিছু ক্ষেত্রে কমে এলেও নব্বইয়ের দশকে এ সকল উদ্যোগ দেশে সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কোনো না কোনোভাবে এ সকল কার্যক্রম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হয়েছে, সহায়ক হয়েছে শিক্ষার জন্য দেশব্যাপী গণজাগরণ সৃষ্টিতে। এসব উদ্ভাবনী কাজে অংশগ্রহণ করেছে গণসাক্ষরতা অভিযানে যোগ দেওয়া এক ঝাঁক তরুণ কর্মী, কর্মকর্তা। আর সামগ্রিক কর্ম-প্রক্রিয়ায় অবদান রেখেছে সহযোগী সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ। গণসাক্ষরতা অভিযানের অনেক এডভোকেসি উদ্যোগ, উদ্ভাবনী কাজের তেমন কোনো তথ্য সংকলিত হয়নি। লিপিবদ্ধ হয়নি এসব সামাজিক জাগরণমূলক কাজের কর্ম-প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও ব্যবহৃত উপকরণ। এই লেখায় আমার কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযান গৃহীত কার্যক্রমের একটি বিবরণী পেশ করা হলো।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক
MYmvÿiZv Awfhvb

সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনের সূত্রপাত

গণসাক্ষরতা অভিযান সাক্ষরতা দিবস পালনের মহাপ্রস্তুতি গ্রহণ করল ১৯৯৩ সালে। বেশ ক'দিন আগে থেকেই শুরু হলো আয়োজন। দফায় দফায় সম-মনা সংগঠন, স্কাউট গ্রুপসহ নাগরিক সমাজের সঙ্গে মিটিং হলো। গঠিত হলো "সম্মিলিত সাক্ষরতা অভিযান" নামক অস্থায়ী জোট। গণসাক্ষরতার কর্মীদের সঙ্গে যোগ দিল জিএসএস ও জোটের কর্মীরা। নানাবিধ উপকরণ ও দ্রবসামগ্রীর সঙ্গে শত শত মাটির প্রদীপ কেনা হলো। সলতে আনা হলো, আনা হলো নারকেল তেল।

আমার বেশ মনে আছে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে গভীর রাত পর্যন্ত আমরা পঞ্চাশ-ষাট জন মিলে লালমাটিয়াস্থ অভিযান কার্যালয়ের তৃতীয় তলার হলরুম ও ছাদে মাটির প্রদীপ সাজাচ্ছিলাম, তৈরি করছিলাম পোস্টার, ফেস্টুন, রঙিন কাগজ। সে অনুসারেই পরদিন সন্ধ্যার আগে ভ্যানে করে শত শত মাটির প্রদীপ নিয়ে জোটের কর্মীরা পৌঁছে গেল শহীদ মিনারে। সেখানেই প্রদীপ জ্বালিয়ে সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনের সূত্রপাত হলো। প্রদীপ হাতে অনুষ্ঠিত হলো সাক্ষরতার আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ বর্ণাঢ্য আয়োজন জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারক ও নাগরিক সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং সাক্ষরতা দিবস পরিণত হলো একটি জাতীয় ইস্যুতে।

একইভাবে গণসাক্ষরতা অভিযান তখন পালন করতে শুরু করে মানবাধিকার দিবস। এ উপলক্ষে হতো বর্ণাঢ্য আয়োজন। এ ধরনের আয়োজনে সামিল হতেন দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক কর্মীবৃন্দ। আমার মনে আছে একবার অনুরূপ এক আয়োজনে আমরা বেশ ক'জন অভিযান কার্যালয়ের তিন তলায় হলরুম সাজাচ্ছিলাম। এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠছিলেন ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত একজন বয়স্ক লোক। আমরা মনে করলাম, এই বুঝি আগরতলা থেকে অতিথিরা এলেন। অমনি আমাদের মেয়েরা গাঁদাফুলের মালা নিয়ে অতিথি বরণ করতে গেলে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, না না আমি অতিথি না, আমি বাজে লোক। অতিথিরা পরের গাড়িতে আসছেন। আমরা সত্যি ভাবলাম, তিনি বুঝি অন্য কেউ। কিন্তু পরক্ষণেই মাহ্‌মুদ ভাই, রানা আপা, শফি ভাইসহ আগরতলা পদ্মা-গোমতী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত অতিথিরা এলেন এবং তারাই এ ভদ্রলোককে তাদের সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। হাবিব ভাই, রানা আপাসহ আমরা তাদের ফুলের মালা পরিয়ে বরণ করলাম। সে সময়ে শুধু আমি কেন, আমার সঙ্গে থাকা কেউ চিনতে পারেনি প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে, যিনি নিজেকে বাজে লোক বলে আমাদের সঙ্গে একটু মজা করেছিলেন।

সাক্ষরতা বুলেটিন প্রকাশ

সূচনালগ্ন থেকেই গণসাক্ষরতা অভিযান শুরু করল সাক্ষরতা সংস্থাসহ নীতিনির্ধারণী মহলে তথ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া। এ জন্য ১৯৯৩ সালে সাক্ষরতা কার্যক্রমের সমস্যা, অগ্রগতি, সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংকলন করে নিশাত জাহান রানার নেতৃত্বে বুলেটিন আকারে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে

প্রেরণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। ধীরে ধীরে এ নিউজ বুলেটিনের কলেবর বাড়ল, সম্প্রসারিত হলো বিষয়বস্তুর পরিধি। কিছুদিনের মধ্যেই সাক্ষরতা বুলেটিন নামক এ মাসিক পত্রিকাটি কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করতে সক্ষম হলো এবং নাগরিক সমাজসহ নীতিনির্ধারণী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তৈরি হলো পত্রিকার সুনির্দিষ্ট গ্রাহক শ্রেণি। ১৯৯৭ সালের দিকে এ পত্রিকাটিকে নতুন আঙ্গিকে সজ্জিত করা হলো এবং পত্রিকা প্রকাশনার কাজে একটি টিম দায়িত্ব গ্রহণ করল। এ সময়ে সাক্ষরতা বুলেটিন-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন রাশেদা কে. চৌধূরী। আর উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নিলেন প্রফেসর শফি আহমেদ।

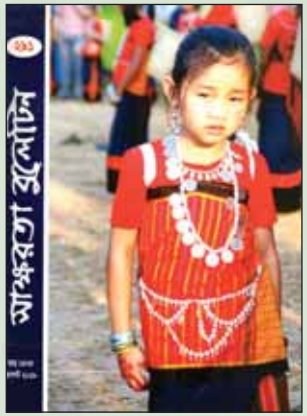

ভাবতে অবাক লাগে, এনজিও সেক্টরসহ দেশে বিদ্যমান বহু ম্যাগাজিন বা পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও সাক্ষরতা বুলেটিনের প্রকাশনা অব্যাহত থাকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এবং প্রকাশিত হয় তিন শতাধিক সংখ্যা। দেশের জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষা কর্মীসহ অগণিত মানুষ এ পত্রিকায় লিখেছেন এবং মতামত দিয়েছেন সাক্ষরতা ও শিক্ষার নানা বিষয়ে। ২০২৩ সালে এ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যা দেখে আমি পুনরায় বিস্মিত হয়েছি যে, এ পত্রিকায় লেখা রয়েছে ড. আব্দুল্লাহ্ আল মুতী শরফুদ্দিন, আ. ন. ম. ইউসুফ, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, এমন কি নুরুল ইসলাম নাহিদ, মোস্তফা জব্বার (বর্তমান মন্ত্রী), কাজী ফজলুর রহমান, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান-সহ আরো কত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির।

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য লেখাগুলো নিয়ে 'আগুনের পরশমণি', 'এখনো গেল না আঁধার', 'নিজভূমে পরবাসী' 'বহ্নিশিখা' ও 'শিক্ষাই আমার প্রথম চাওয়া' নামক ৫টি সংকলনও প্রকাশ করেছে গণসাক্ষরতা অভিযান। এখনও দেশের আনাচে-কানাচে কর্মরত সংগঠন থেকে চিঠি আসে সাক্ষরতা বুলেটিন পাঠানোর অনুরোধ জানিয়ে। শিক্ষাবিদ, গবেষক এমন কি উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাও জানতে চান, পত্রিকাটি এখন তাদের কাছে যায় না কেন! আমি নিশ্চিত যে, কয়েক দশক পরও সাক্ষরতা বুলেটিনে প্রকাশিত শত শত প্রবন্ধ, ফিচার, বার্তাসমূহ শিক্ষা গবেষক ও শিক্ষাকর্মীদের কাছে শিক্ষাবিষয়ক তথ্যভাণ্ডার বলে বিবেচিত হবে।

পড়ুয়া

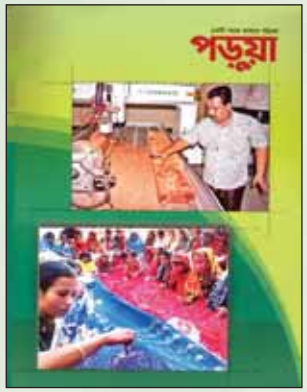

১৯৯৩ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো নব্যসাক্ষরদের পড়ার উপযোগী ম্যাগাজিন পড়ুয়া। দুই ফর্মার এ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যায় একটি শুভেচ্ছা বাণী সংগ্রহের জন্য মোস্তাগিসুর রহমান বাবু আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন নাট্যজন ফেরদৌসী মজুমদার দিদির বাসায়। তিনি সানন্দে এ পত্রিকার সফলতা কামনা করে বাণী দিলেন এবং পড়ুয়ার স্টিকার সম্বলিত ফিতা লাগিয়ে একটি ছবি দিতেও সম্মত হলেন, যা পত্রিকার মাঝের পাতায় বড় করে ছাপানো হলো। ১৯৯৩ থেকে পড়ুয়া প্রতি মাসে একটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হতো। পার্টনার এনজিওদের চাহিদা অনুসারে এ পত্রিকা বিতরণ করা হতো দেশব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। অনেক সংগঠন নিজেদের জন্য কিনেও নিত বাড়তি কপি।

মানুষের ব্যবহারিক জীবনের নানা বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, চাষাবাদ, সঞ্চয় ও পুঁজি গঠন, আইন ও অধিকার ইত্যাদি নানা বিষয়ে ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী, ড. মোমেন চৌধুরী, ড. শাহিদা আক্তার থেকে শুরু করে সাক্ষরতা

কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষের লেখা প্রকাশিত হয়েছে এ পত্রিকায়। ২০১৭ সাল পর্যন্ত এ পত্রিকার দুই শতাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে এবং অর্ধ কোটিরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছানো হয়েছে, যা আজ ভাবতেও অবাক লাগে।

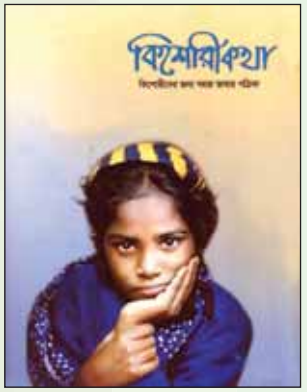

কিশোরী কথা : একদিন রাশেদা আপা আমায় ডেকে বললেন, "কিশোরী মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ও মনো-সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে সচেতনতা বিকাশধর্মী একটি পরিপূরক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন করা যায় কিনা ভেবে দেখুন"। সঙ্গে সঙ্গে আমি এ বিষয়ে উদ্যোগ নিলাম এবং কিশোরী কথা নামে দুই ফর্মার সহজ ভাষার মাসিক ম্যাগাজিনের ডামি তৈরি করলাম। ব্র্যাকসহ আরো দু-একটি সংগঠনের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করলাম। তারা প্রতি মাসে দশ হাজার করে কপি কিনতে সম্মত হলো। শুরু হলো এ পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা ও বিতরণ। রাশেদা আপাসহ অনেক নারী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং কিশোরীরা নিয়মিতভাবে এ পত্রিকায় লিখতেন। ব্র্যাক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, সেভ দ্য চিলড্রেন, কোডেক, জিবিকে, জাগরণী চক্র, আশ্রয়সহ আরো নানা সংগঠনের প্রায় কয়েক লক্ষ শিক্ষার্থীর কাছে ১৯৯৭ সাল থেকে নিয়মিত পৌঁছানো হয়েছে এ পত্রিকাটি।

ঘাসফুল : ইসিসিডি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও সভা-সেমিনারের সুপারিশ অনুসারে ১৯৯৫ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে শুরু হয় দ্বি-মাসিক ম্যাগাজিন "ঘাসফুল"-এর প্রকাশনা। প্রথম দিকে শিশুতোষ লেখা নিয়ে প্রকাশিত হলেও পরে এতে স্থান পেত পরিবেশ সচেতনতা উন্নয়নের বিষয়াদি। এ পত্রিকাটিরও শতাধিক সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

প্রয়াস : ডিএফআইডি-র সহায়তায় ২০১২ সাল থেকে আমরা নির্বাচিত ৩২টি ইউনিয়নে "কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করি। এর আওতায় কর্ম-এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি তুলে ধরে নিয়মিত প্রকাশ করা হয় 'প্রয়াস' নামক একটি নিউজলেটার। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও উদ্দীষ্ট বিদ্যালয় ছাড়াও নীতি-নির্ধারণী মহলে পত্রিকাটি বিতরণ করা হতো।

পহর : আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অগ্রগতি, সমস্যা ও সুপারিশমালা তুলে ধরে আমরা প্রকাশ করতাম 'পহর' নামক একটি পত্রিকা। ত্রৈমাসিক এ পত্রিকাও তিন বছর প্রকাশিত হয় এবং বিতরণ করা হয় নীতিনির্ধারণী মহলে।

সে যাক, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর অসংখ্য প্রকাশনার পাশাপাশি উপর্যুক্ত পত্র-পত্রিকাসমূহ নিঃসন্দেহে দেশব্যাপী শিক্ষার জন্য জনমত তৈরি ও শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশাল অবদান রেখেছে। রাশেদা আপার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আমি এসব কার্যক্রমের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা, লেখক এবং আবু রেজার সহযোগিতায় সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করেছি বলে অদ্যাবধি গর্ব অনুভব করি।

সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা দক্ষতা উন্নয়ন

আমার বেশ মনে আছে, ১৯৯০ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান ম. হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে অক্সফ্যাম-বাংলাদেশের সহায়তাপ্রাপ্ত এনজিওদের "সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা" দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। সে অনুসারে আদাবরে প্রতিষ্ঠিত

"ইউএসটি" প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গণসাক্ষরতা অভিযান শুরু করে ৬ দিনব্যাপী সাক্ষরতা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ। গণসাক্ষরতা অভিযানে সদ্য যোগ-দেওয়া কর্মীরা রাত-দিন কাজ করে এসব প্রশিক্ষণে সংগঠক হিসেবে কাজ করত। রাতের দশটা, এগারটা এমনকি রাত একটায়ও প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে তাদেরকে ফলোআপ আলোচনা করতে আমি দেখেছি। ধীরে ধীরে আমিও এ ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। ১৯৯৩ সাল থেকে নোরাড, সিডাসহ একটি কনসোর্টিয়ামের সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান আবাসন ব্যবস্থাসহ নিজস্ব প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলে এবং এনজিও কর্মীদের জন্য নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে শুরু করে। এ সময়ে আমি এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ বিভাগে যোগদান করি। তারপর থেকেই দ্রুত বেড়ে যায় এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি এবং প্রশিক্ষণ তালিকায় যোগ হয় সাক্ষরতা বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধান প্রশিক্ষণ, শিক্ষা-উপকরণ উন্নয়ন প্রশিক্ষণ-কর্মশালা, ইসিডি বিষয়ক ধারণাপ্রদায়ী প্রশিক্ষণ, 'কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা', 'বিদ্যালয়ে নেতৃত্ব উন্নয়ন' ইত্যাদি প্রশিক্ষণসমূহ।

দু'হাজার সালের পর থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষায় এডভোকেসি, শিক্ষায় সুশাসন, শিক্ষায় জেন্ডার সমতা ইত্যাদি বিষয়ক প্রশিক্ষণও আয়োজন করতে থাকে। দেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন সংগঠনের প্রশিক্ষকরা এসব প্রশিক্ষণে অতিথি প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। ২০১৭ সালের এক হিসেবে দেখা যায়, ২০ হাজারেরও বেশি এনজিও ব্যবস্থাপক, শিক্ষাকর্মী এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যাদেরকে আনুষ্ঠানিকভাবে সনদপত্রও দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে এখানে শিশু বিকাশ ও যত্ন, গল্প বলা ও শিশুদের উপযোগী খেলাধুলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মরত আরো শত শত শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য কুশলীবৃন্দ।

এরই ধারাবাহিকতায় গণসাক্ষরতা অভিযান বেশ ক'জন এনজিও কর্মকর্তাকে উচ্চতর প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়ও পাঠান। শতাধিক সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা শিক্ষা সফরে যাওয়ার সুযোগ পান এশিয়ার নানা দেশে। এ এক বিশাল ইতিহাস, বিশাল অর্জন। দেশের যে কোনো জেলায় এমনকি উপজেলায় গেলেও কোনো না কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মকর্তা কিংবা এনজিও কর্মীর দেখা পাওয়া যায়, যারা এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং এ প্রতিষ্ঠান থেকে সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। আজও তারা প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ আয়োজনে তাদেরকে যুক্ত করা হয়েছে বলে কৃতজ্ঞতা জানান।

এনজিও ডাটাবেইজ

১৯৯০ সালে সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ক জমতিয়েন সম্মেলনের পর বাংলাদেশে বহু এনজিও সাক্ষরতা বিস্তারে এগিয়ে আসে। কার্যক্রম বাস্তবায়নে দ্বৈততা পরিহার, সমন্বয় সাধন, তথ্য আদান-প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযান সাক্ষরতা সংস্থাগুলোর তথ্য নিয়ে একটি ডাটাবেইজ তৈরির উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে সরেজমিনে এনজিওদের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সুনির্দিষ্ট ফরমেট ব্যবহারপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করে ১৯৯২ সালেই ৩২৬টি এনজিওর সাক্ষরতা কার্যক্রমের তথ্য নিয়ে তৈরি হলো প্রথম ডাটাবেইজ, যা 'সাক্ষরতা বিষয়ক এনজিও ডিরেক্টরী' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় এবং বিতরণ করা হয় সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের মাঝে। এ ডাটাবেইজটি সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিকল্পনায় এনজিও, দাতাসংস্থা এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট এজেন্সির অনেক কাজে লাগে। ১৯৯৫ সালে এই ডাটাবেইজ আপডেট করা হয় এবং এতে সংযোজিত হয় মোট ৪৩০টি এনজিওর সাক্ষরতা কার্যক্রমের তালিকা।

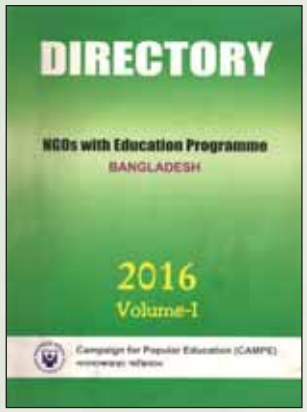

আবার ২০০৪ সালে নতুন রূপে এনজিও ডিরেক্টরী প্রকাশিত হয় এবং এতে সন্নিবেশিত হয় প্রায় ৭০৩টি এনজিওর তথ্যাবলি। ২০১০ সালে আবার উন্নীত হয় এনজিও ডিরেক্টরী এবং এতে প্রায় ১,৩১৫টি এনজিওর তথ্য সন্নিবেশিত হয়। এসময়ে এ

ডিরেক্টরীর অনলাইন ভার্সনও প্রণীত হয়। সংশ্লিষ্ট এনজিও নিজে থেকেই নির্দিষ্ট সাইটে গিয়ে নিজ নিজ এনজিওর তথ্যাবলি আপডেট করে দিতে পারতেন। পাশাপাশি ১,৩১৫টি এনজিওর সাক্ষরতা ও শিক্ষা কার্যক্রমের তথ্যাবলী নিয়ে ২ খণ্ডে এনজিও ডিরেক্টরী প্রকাশিত হয়। ২০১৭ সালে পুনরায় সংশ্লিষ্ট এনজিওদের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ৯৩৬টি এনজিওর তথ্য নিয়ে পুনরায় প্রকাশিত হয় এনজিও ডিরেক্টরী। এসকল এনজিও ডিরেক্টরীর তথ্যই নব্বইয়ের দশক থেকে দেশবাসীকে জানান দেয় সরকারের পাশাপাশি কত সংখ্যক এনজিও মৌলিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা কর্মসূচি বিস্তারে নিয়োজিত রয়েছে। শুধুমাত্র সাক্ষরতার তথ্য নয়, সংশ্লিষ্ট এনজিওর প্রশিক্ষণ ইউনিট আছে কিনা, অব্যাহত শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ইউনিট আছে কিনা, ফাইন্যান্স ইউনিট আছে কিনা, তাতে কত সংখ্যক জনবল নিয়োজিত রয়েছে ইত্যাদি নানাবিধ তথ্যই সম্বলিত রয়েছে এনজিও ডিরেক্টরীতে। নিঃসন্দেহে এনজিও ডিরেক্টরী আগামী প্রজন্মের জন্য "তথ্যসম্পদ" হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এসব তথ্যাবলি জাতীয় পর্যায়ে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট সকলে মতামত প্রদান করেছেন।

জুনিয়র সেকেন্ডারী এডুকেশন (জেএসসি) কোর্স প্রবর্তন

একদিন রাশেদা আপা আমায় ডেকে বললেন, "আগামীকাল ওপেন ইউনিভার্সিটিতে একটি মিটিং আছে সকাল এগারোটায়। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। সকাল আটটায় আপনার বাসা থেকে রওনা দিয়ে আমার বাসায় আসবেন। সেখান থেকে যদি সাড়ে নয়টার মধ্যেই রওয়ানা দিতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই এগারোটার মধ্যেই গাজীপুর ওপেন ইউনির্ভাসিটিতে পৌছাতে পারব"। পরদিন সকাল এগারোটার আগেই আমরা পৌছে গেলাম ইউনির্ভাসিটি ক্যাম্পাসে। আলোচনায় এমন প্রস্তাব উত্থাপিত হলো যে, গণসাক্ষরতা অভিযান ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে এনএফই গ্র্যাজুয়েট ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা'র আওতায় "জেএসসি প্রোগ্রাম" চালু করতে পারে। উভয় পক্ষই সম্মত হলো।

এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, আপাতত দু'হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে কোর্সটি পাইলটিং করা হবে। পাঠ্যপুস্তক বা ইনস্ট্রাকশনাল মেটেরিয়াল প্রণয়ন ও একরিডিয়েশন-এর দায়িত্ব নেবে ভার্সিটি। কিন্তু লজিস্টিক্যাল দায়-দায়িত্ব থাকবে গণসাক্ষরতা অভিযানের। এই মর্মে ক' দিনের মধ্যেই গণসাক্ষরতা ও বিওইউ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো। এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে রাজি হলো এসডিসি ও আরএনএই। শুরু হলো কাজ, রাত-দিন ধরে। এ লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানে পাঁচজনের একটি টিম গঠিত হলো এবং বিওইউ থেকে দু'জন শিক্ষককে গণসাক্ষরতা অভিযান ও বিওইউ-এর মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তারা প্রায় প্রতিদিনই গণসাক্ষরতা অভিযানে এসে দাপ্তরিক কাজে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলেন।

এক মাসের মধ্যে কারিতাস, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আশ্রয়-খুলনা মনোনীত হলো এনএফই গ্র্যাজুয়েট ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষা কেন্দ্র সংগঠনের জন্য। বিওইউ-এর একটি টিম শুরু করল কোর্স মেটেরিয়াল প্রণয়নের কাজ। কমনওয়েলথ অব লার্নিং (কোল) সহযোগিতার হাত বাড়াল এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য নাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ওপেন স্কুলিং (এনআইওএস)-এ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলো। ইন্দিরা গান্ধী ওপেন ইউনির্ভাসিটি (ইগনু)-এর এক্সপার্ট ড. সন্তোষ পান্ডা ঢাকায় এসে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের ওপেন লার্নিং প্রক্রিয়ার ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিলেন। ব্রাক ইন-এ পক্ষকালব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হলো।

ছয় মাসের মধ্যেই সব প্রস্তুতি শেষ হলো। ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণির সমতাস্থাপক শিক্ষা কোর্স প্রণীত হলো। প্রণীত হলো পাঠ্যপুস্তক এবং এক সেট শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল। নির্বাচিত পার্টনার এনজিওদের আয়োজনে সমাপ্ত হলো শিক্ষক মনোনয়ন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ। যথাসময়ে দু'হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হলো উন্মুক্ত শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠদান প্রক্রিয়া। সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকেন্দ্রে এসে পাঠগ্রহণ করত আর পুরো সপ্তাহের পাঠের জন্য ইনস্ট্রাকশন গ্রহণ করত। এভাবেই চলত শিক্ষা কেন্দ্র। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল কিশোরী মেয়ে, তবে অনেক কেন্দ্রেই মা ও মেয়েকে একসঙ্গে পাঠগ্রহণ করতে দেখা গেছে। অনেক বাবাও ভর্তি হয়েছিল সন্তানের সাথেই। কমনওয়েলথ অব লার্নিং (কোল)-এর সহায়তায় নিয়মিত এসেসমেন্ট করা হতো নতুনভাবে প্রণীত

উন্মুক্ত শিক্ষার এ কোর্সটি। তাদের উদ্দেশ্যে ছিল এ মডেলটি আফ্রিকার দেশগুলোসহ আরো নানা দেশে প্রতিস্থাপন করা এবং পরবর্তীকালে তারা তা করেছেও। কোর্স চলাকালীন (কোল)-এর অনেক কর্মকর্তা শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকাকালীন রাশেদা আপাও যশোর এলাকায় এসব শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন, তাঁকে সেখানে বিপুল সংবর্ধনা জানায় শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় জনগণ।

সে যাক, নির্দিষ্ট সময়েই ৩ বছরের শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত হয়। পাশের হারও ছিল প্রায় শতভাগ। স্থানীয় ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই সংযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে যায়। তাদের অনেকের জন্যই উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়।

সে এক বিশাল কর্ম-অভিজ্ঞতা!

পরিপূরক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন : ১৯৯৩ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনপূর্বক পরিপূরক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের কাজ শুরু করে। একে একে প্রণীত হয় অন্তত ১০ সেট পরিপূরক ও অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ। পাশাপাশি গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় বেশ কিছু ইসিডি বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রাইমার ও শিক্ষা উপকরণ। লার্নিং সিডিও প্রণীত হয় বেশ কিছু। দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ নব্যসাক্ষর ও শিক্ষার্থীদের মাঝে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। ১৯৯৬ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রণীত একটি অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ জাতীয় পুরস্কার লাভ করে।

পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৯৭ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান ইউএনডিপি'র অর্থায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত সাসটেইনেবল এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (এসইএমপি) কর্মসূচির সঙ্গে। ২১টি কম্পোনেন্টে বিভক্ত এ কর্মসূচির কম্পোনেন্ট ৫ ছিল পরিবেশ শিক্ষা, যার মধ্যে ছিল দুটি অংশ। প্রথম অংশটি ছিল (৫.১) আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পরিবেশ শিক্ষা আর দ্বিতীয় অংশটি ছিল (৫.২) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় পরিবেশ শিক্ষা। গণসাক্ষরতা অভিযান মূলত নিয়োজিত হয় এই দ্বিতীয় কম্পোনেন্টটি বাস্তবায়নের জন্য। প্রকল্প চুক্তি সম্পাদনের পরপরই গণসাক্ষরতা অভিযানের তৎকালীন উপদেষ্টা আ ন ম ইউসুফকে আহ্বায়ক করে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, ড. নজরুল ইসলাম, ড. আলমগীর মজিবুল হক প্রমুখকে নিয়ে একটি এডভাইজারি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির অনুমোদনক্রমে আমরা শুরু করি পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিশাল এক কর্মযজ্ঞ।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন কর্মী নিয়ে 'পরিবেশ' টিম গঠন করি। পরবর্তীকালে গঠিত হয় অভ্যন্তরীণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি, যার আহ্বায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। আমাদের ফাইন্যান্স বিভাগের কর্মকর্তা কে. এম. এনামুল হকসহ আমরা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি এ কার্যক্রমের বিস্তারিত কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করি, যা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং আমরা দ্রুত এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ শুরু করি।

পরিবেশ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় প্রথমেই সারা দেশে একটি মতামত জরিপ সম্পাদন করে পরিবেশ শিক্ষার চাহিদা নির্ণয় করা হয়। সে চাহিদা অনুসারে পরিবেশ বিষয়ক মৌলিক শিক্ষা ও অব্যাহত শিক্ষার জন্য শিক্ষাক্রম প্রণীত হয়। এরপর ধাপে ধাপে কর্মশালা আয়োজনপূর্বক সম্পূর্ণ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রণীত হয় একুশটি মৌলিক শিক্ষা উপকরণের একটি সেট। এমডিএস, আশ্রয়, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, কারিতাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র গঠন করে ৬ মাস ধরে এসব উপকরণের মাঠ পরীক্ষা করা হয় এবং তারপরই চূড়ান্তভাবে উপকরণসমূহ প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে শুরু

হয় ইকো-স্পেসিফিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের কাজ, যার আওতায় উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রণীত হয় জলে ভাসি জলে ডুবি, সাগর সম্পদ, নিঝুম দ্বীপ, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন ইত্যাদি বইপত্র আবার পাহাড় এলাকার জন্য প্রণীত হয় পাহাড় ও পরিবেশ, কিংবা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক বইপত্র। পাশাপাশি শহর এলাকার জন্য প্রণীত হয় শব্দদূষণ, বাতাস ও আমরা, আর নয় পলিথিন ইত্যাদি উপকরণ।

সব মিলিয়ে পরিবেশ নিয়ে কর্মরত সংগঠনগুলোর একটি ইনভেনটরিসহ দুই শতাধিক পরিবেশ শিক্ষা উপকরণ প্রণীত হয় চার বছরের মধ্যে। পাশাপাশি পরিবেশ সচেতনতা বিস্তারে সদস্য সংগঠন ও পার্টনার এনজিওদের সহায়তায় দেশব্যাপী জেলা পর্যায়ে এমন কি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আয়োজন করা হয় পরিবেশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সংলাপ। প্রতিটি সেমিনারেই স্থানীয় পরিবেশ সমস্যা বা ইস্যু চিহ্নিত করে সে বিষয়েই প্রণীত হয় মূল আলোচনাপত্র। ইস্যুভিত্তিক এসব সেমিনার, সভা এবং উঠান বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রণীত হয় শত শত মূল আলোচনাপত্র। স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃকও আয়োজিত হয় ইস্যুভিত্তিক সভা সেমিনার। এ সভা-সেমিনারগুলোতে ৫০ থেকে ৫০০ মানুষও অংশগ্রহণ করে কোথাও কোথাও। এ সকল সভা-সেমিনারে উপস্থাপিত আলোচনাপত্রসমূহকে সমন্বিত করে নির্বাচিত ৫৫টি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয় 'পরিবেশ কথকতা' শীর্ষক তথ্যবহুল প্রবন্ধ সংকলন, যা সকলের কাছে অনেক প্রয়োজনীয় একটি পুস্তক বলে বিবেচিত হয়।

উপর্যুক্ত সভা-সেমিনারের সুপারিশ অনুসারে গণসাক্ষরতা অভিযানে গৃহীত হয় পরিবেশ নীতিমালা। পরিবেশ শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয় দুই শতাধিক এনজিও এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীসহ প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ সরাসরি যুক্ত হয় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে অগণিত মানুষের কাছে পৌঁছানো হয় পরিবেশ সচেতনতা উন্নয়নের বার্তা। পরিবেশ সচেতনতা বা পরিবেশ শিক্ষা শীর্ষক একটি অধ্যায় যুক্ত হয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কিংবা জীবনব্যাপী শিক্ষার সামগ্রিক শিক্ষাক্রমে।

উপসংহার

গণসাক্ষরতা অভিযানের মতো একটি ছোট্ট সংগঠন বিগত ত্রিশ বছরে যেসব বৃহদাকার উদ্ভাবনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, তা এ পরিসরে তুলে ধরা মোটেই সম্ভব নয়। তথাপি আমি কয়েকটি কার্যক্রম নিয়ে লিখতে চেষ্টা করেছি, লিখতে গিয়ে বারবারই খেই হারিয়েছি, কোন্ কথাটি বাদ দিয়ে কোন্ কথাটি লিখব তা ঠিক করতে পারছিলাম না। এই ছোট্ট সংগঠনটি "গ্লোবাল একশন উইক" উপলক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী গৃহীত স্টান্ড-আপ কর্মসূচিতে বাংলাদেশের প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। এই সংগঠনের উদ্যোগে বছর বছর দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে বিশ্ব শিক্ষক দিবস, নারী দিবস, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ দিবসসহ আরো নানা আন্তর্জাতিক দিবস। তারুণ্যের সমাবেশ, অকৃতকার্য শিক্ষার্থী সমাবেশ, আমার বয়স পনের ক্যাম্পেইন, ওয়ান গোল ক্যাম্পেইন, গৃহশ্রমিক সমাবেশ, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা বিষয়ক সমাবেশসহ বহু সমাবেশে গণসাক্ষরতা অভিযান শত সহস্র মানুষের সমাবেশ ঘটিয়েছে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালে "জব ফেয়ার" আয়োজনপূর্বক ঝরেপড়া ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর চাকরির সংস্থান হয়েছে এবং এতে করে উপানুষ্ঠানিক স্তরে চাকরি মেলা আয়োজনের সংস্কৃতি চালু হয়েছে।

আর এসব কাজ করতে গিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান সম্পর্কযুক্ত হয়েছে দেশি-বিদেশি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক গঠিত ৩০টিরও বেশি কমিটি, ফোরাম বা টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে। গণসাক্ষরতা অভিযানের উপর্যুক্ত উদ্যোগসমূহ সংগঠন ও বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ কর্মীদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি বলে আমি আজ গর্বিত। এ পর্যায়ে এসে আমি মনে করি এ সকল উদ্যোগের যথাযথ তথ্য সন্নিবেশন থাকা দরকার। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে গণসাক্ষরতার নতুন প্রজন্ম এ দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হবে।

তিন দশকে গণসাক্ষরতা অভিযান : আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা

ভূমিকা : শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি অনুঘটক এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গণসাক্ষরতা অভিযান-এ আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল। জানার আগ্রহ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অধিকার, রাষ্ট্রের নীতিমালার সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, আঞ্চলিক এবং আন্তরাষ্ট্রীয় সংযোগ এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী পিছিয়ে পড়া মানুষের শিক্ষায় অগ্রযাত্রার সোপান হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, বিশেষ করে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, সিডো সনদ, সবার জন্য শিক্ষা, সিআরপিডি, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ নানাবিধ আন্তর্জাতিক চুক্তি ও অঙ্গীকার আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারণী আলোচনা উদ্যোগে সম্পৃক্ত হতে।

নেটওয়ার্কে কার্যকর অংশগ্রহণ : এডভোকেসি উদ্যোগে নেটওর্য়াকের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে আমি সক্রিয়ভাবে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পর্যায়ের বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে যুক্ত হয়েছিলাম, যা দীর্ঘ মেয়াদে শিক্ষা অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুর গভীরে প্রবেশ করাসহ মানুষের বঞ্চনার বৈচিত্র্য ও অন্তর্নিহিত কারণগুলো বুঝতে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেগুলো নথিবদ্ধ করতে এবং বিভিন্ন সভা সেমিনারসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে এসব উপস্থাপন ও বঞ্চনা দূর করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছি। এ লক্ষ্যে সমমনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ সুদৃঢ় করার মাধ্যমে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান তথা বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যোগাযোগের ফলে সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পে অংশগ্রহণ ও বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছি। এর মধ্যে এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর বেসিক এন্ড এডাল্ট এডুকেশন (এএসপিবিএই), গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই), সিসিএনজিও/ইএফএ, গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন-এর সিএসও - ২, ইন্টার এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন ইমারজেন্সিস (আইএনইই) এবং প্রাইভেটাইজেশন ইন এডুকেশন এন্ড হিউম্যান রাইটস কনসোর্টিয়াম (পার্ক) অন্যতম।

মূলত ২০০৩ সালে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এনজিও লিডারশিপ এন্ড ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এনজিও সেক্টরের নীতি নির্ধারণী বিষয়, পলিসি এডভোকেসি ও নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে আমার হাতেখড়ি। এরপর ২০০৫ সালে যুক্তরাজ্যের ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্কশপ অন পলিসি এনালাইসিস এন্ড এডভোকেসি কার্যক্রমে যোগদান করে পলিসি এনালাইসিস ও এডভোকেসির বাস্তব প্রয়োগ বিষয়ে আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

বৈশ্বিক পর্যায়ে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রধান এলায়েন্স হলো গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই) এবং সিসিএনজিও/ইএফএ, যা হালে সিসিএনজিও/এডুকেশন ২০৩০ নামে রূপান্তরিত হয়েছে। গণসাক্ষরতা অভিযান জিসিই-র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রাথমিকভাবে এডুকেশন ফর অল এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলে শিক্ষা বিষয়ক অঙ্গীকার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়ে বার্ষিক আয়োজন গ্লোবাল একশন উইক ফর এডুকেশন-এর মাধ্যমে আমার সঙ্গে জিসিইর যোগাযোগ স্থাপন হয়। পরবর্তীকালে ২০১০ সাল হতে সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ে এ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। ২০১১, ২০১৫, ২০১৯ এবং ২০২৩ সালে জিসিইর গ্লোবাল এসেম্বলিতে অংশগ্রহণ, ওয়ান গোল ক্যাম্পেইনসহ অন্যান্য ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন-এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের চাহিদা ও দাবি তুলে ধরা এবং জিপিই বোর্ডের জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিভিল সোসাইটি উইন্ডো ২-এ সক্রিয় ভূমিকা পালন করার সুযোগ হয়েছে। একই সঙ্গে জিপিই বোর্ডে অবজারভার ও টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে দীর্ঘ সময় কাজ করার সুযোগ হয়েছে, যা বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের মতামত বৈশ্বিক আলোচনায় সামনের সারিতে নিয়ে আসায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

একইভাবে গণসাক্ষরতা অভিযান সিসিএনজিও/ইএফএ-এর সদস্য সংগঠন। ২০১০ সালে ইউনেস্কো প্যারিস ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে সিসিএনজিও/ইএফএ-এর ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের সকল কন্টিনেন্ট থেকে শতাধিক অংশগ্রহণকারী এই সম্মেলনে যোগদান করে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর জন্য এটি ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা। একসঙ্গে পাঁচটি ভাষায় তাৎক্ষণিক ভাষান্তরসহ কনফারেন্স আয়োজনের এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা। এই কার্যক্রমে ইউনেস্কো, সরকারি সংশ্লিষ্ট দপ্তর, গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্যগণ এবং এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করে ওয়ার্ল্ড এসেম্বলিটি

কে এম এনামুল হক
ক্যাপাসিটি সাপোর্ট এন্ড
G ‡fv‡Kwm G fvBRvi
ASPBAE

সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরীর নেতৃত্বে এ বিশ্ব সম্মেলন আয়োজনে ইউনেস্কো প্রধান কার্যালয়সহ সকল অংশীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ, রিসোর্স পারসনদের চিহ্নিত করা এবং উপস্থিতি নিশ্চিত করাসহ সকল সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব ছিল আমার উপর। ন্যাশনাল কোয়ালিশন হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি বিশ্বব্যাপী নাগরিক সমাজের কাছে পৌছাতে এর সম্মেলনের ভূমিকা ছিল অনন্য। পরবর্তীকালে ২০১২ সাল থেকে দুই মেয়াদে মেম্বারশিপ এট লার্জ ক্যাটাগরিতে গণসাক্ষরতা অভিযান সিসিএনজিও/ইএফএ-এর কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে।

২০১০ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান নিয়মিত ইউএন জেনারেল এসেম্বলির সাইড ইভেন্ট এবং হাই লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত এডভোকেসি উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে আসছে। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর কর্মী হিসেবে ভলান্টারি ন্যাশনাল রিপোর্ট, অল্টারনেটিভ রিপোর্ট ও কান্ট্রি স্পটলাইট রিপোর্টসহ নানাবিধ এডভোকেসি উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এসব উদ্যোগের হাই লেভেল ইভেন্টগুলোতে নির্বাহী পরিচালক সরাসরি সম্পৃক্ত হলেও অপারেশনাল লেভেলের অধিকাংশ উদ্যোগের সঙ্গে আমরা সরাসরি সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাই হাই-লেভেল পলিটিক্যাল ফোরামের একাধিক ইভেন্টে সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে শিক্ষা অধিকার এবং সর্বজনীন মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা সরাসরি কন্ট্রিবিউট করেছি।

২০১২ সাল থেকে গণসাক্ষরতা অভিযান ইন্টার এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন এমার্জেন্সিস-এর সক্রিয় সদস্য। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে জনজীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল শিক্ষা ক্ষেত্রেও তার প্রভাব ছিল প্রলয়ঙ্করী। কোভিডকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য যেসব উদ্ভাবনী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রসার ও বিস্তরণে ইন্টার এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন এমার্জেন্সিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০২২-২০২৪ মেয়াদে আমি ইন্টার এজেন্সি নেটওয়ার্ক ফর এডুকেশন ইন এমার্জেন্সিস-এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে ভলান্টারি দায়িত্ব পালন করছি।

২০১৭ সালে কাঠমন্ডু নেপালে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল কনসোর্টিয়াম অন প্রাইভেটাইজেশন ইন এডুকেশন এন্ড হিউম্যান রাইটস আয়োজিত আঞ্চলিক সভায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং সর্বজনীন মানবাধিকার ও শিক্ষা অধিকার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি, যা পরবর্তীতে প্রাইভেটাইজেশন ইন এডুকেশন এন্ড হিউম্যান রাইটস কনসোর্টিয়াম (পার্ক) নামে রূপান্তরিত হয়েছে। একজন শিক্ষা অধিকারকর্মী হিসেবে এই ফোরামে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রতিনিধিত্ব করে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে ট্যাক্স জাস্টিস এন্ড এডুকেশন ফাইন্যান্সিং, পিপিপি, এডুকেশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন এবং টেকনোলজি ইন এডুকেশন টাস্কফোর্সসহ বিভিন্ন গ্রুপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছি। ২০১৭ সাল থেকে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা দেওয়ার জন্য ইউনেস্কো ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যাটিসটিক্স (ইউআইএস) সমন্বিত গ্লোবাল এলায়েন্স টু মনিটর লার্নিং প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাই। একই বছরে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এনগেজমেন্ট মেকানিজম-এর সঙ্গে আমার পরিচয় ও পথচলা শুরু হয়। ২০২২ সালে চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে গ্লোবাল ইনিসিয়েটিভ ফর ইকোনমিক, সোশ্যাল এন্ড কালচারাল রাইটস, চিলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সানথিয়াগো মিউনিসিপালিটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত 'আওয়ার ফিউচার ইজ পাবলিক' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমরা অংশগ্রহণ করি। এখানে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ এবং শিক্ষাকে মৌলিক মানবাধিকার বিবেচনায় দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষা রাষ্ট্রের নেতৃত্বে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এবং শিক্ষায় পর্যাপ্ত অর্থায়নের লক্ষ্যে জোর দাবি উত্থাপন করা হয়।

১৯৯০ সালে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরপরই এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক এসোসিয়েশন ফর বেসিক এন্ড এডাল্ট এডুকেশন (ASPBAE)-এর সঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের যোগাযোগ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ASPBAE-র সহযোগিতায় কিছু কাজ হলেও মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য এই যোগাযোগে খানিকটা ভাটা পড়েছিল। পরবর্তীকালে ২০০৬ সালে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই শহরে আয়োজিত রিয়েল ওয়ার্ল্ড স্ট্র্যাটেজি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ASPBAE-র সঙ্গে আমার প্রথম সরাসরি যোগাযোগ।

বাংলাদেশের উদ্ভাবন হিসেবে এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমকে ASPBAE বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ২০০৬ সালে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১১টি দেশে এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি টেকনিক্যাল এডভাইজারি কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশের এডুকেশন ওয়াচ সমন্বয়ের জন্য কাজ করার সুবাদে এই টেকনিক্যাল এডভাইজারি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হই। পরবর্তীকালে দশটি দেশের এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন ও দশটি দেশীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এরপর আরও অনেক উদ্যোগে গণসাক্ষরতা অভিযান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

২০০৯ সালে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল-এর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত স্ট্রেংদেনিং দ্যা ফ্রন্টলাইন্স টু পিপল সেন্টার্ড পলিসি একশন শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছি। এখানে মূলত কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ড কার্যক্রমে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই কনসালটেশনে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন, গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন, এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল এবং ASPBAE আঞ্চলিক এডুকেশন কোয়ালিশন এবং ন্যাশনাল এডুকেশন কীভাবে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিক্ষা বিষয়ক নীতিনির্ধারণী আলোচনায় শিক্ষা অধিকার, শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা, শিক্ষার মান এবং শিক্ষায় অর্থায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণাভিত্তিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ফরমাল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা বিষয়ক বিভিন্ন কৌশল বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

২০১০ সালে সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর রিজনাল গ্র্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল-এর এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের সঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের সংযোগ ঘটে। ওই প্রকল্পের ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আমার সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল অনেক বেশি। ২০১১ সালে জিসির ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি উপলক্ষ্যে প্যারিসে থাকাকালীন বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে গিয়ে এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগের পর এই সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। বিশেষ করে গণসাক্ষরতা অভিযান এর সঙ্গে শিক্ষক সংগঠনের যোগাযোগ এবং এডভোকেসি উদ্যোগে শিক্ষক সংগঠনের অধিকতর সম্পৃক্ততার কারণে এই যোগাযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

ইউনেস্কো এবং ইউনিসেফের আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে সবার জন্য শিক্ষা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-৪, নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রা, শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রণয়ন, মানসম্মত তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তরণ এবং তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রসার লাভ, লিটারেসি এসেসমেন্ট, স্কুল টু ওয়ার্ক ট্রানজিশন ইনফর্মেশন বেস, ডিজএবিলিটি ইনক্লুসিভ এডুকেশন, এশিয়া প্যাসিফিক মিটিং অন এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা ও মানব সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক আঞ্চলিক আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের সঙ্গে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রসারে গণসাক্ষরতা অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিগত ১০ বছরে আমি অন্তত ১২টি অনুরূপ আলোচনা সভা, সেমিনার বা ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের নাগরিক সমাজের ইস্যুগুলো উপস্থাপন করেছি। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ সামনে এগিয়ে চলার বিষয়ে জনদাবি নীতি নির্ধারকদের সম্মুখে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়েছি।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম উন্নয়ন : যখনই সুযোগ পেয়েছি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অংশীজনদের সঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উদ্ভাবনী কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে বিশ্বে যেসব ভালো উদ্যোগ নজরে পড়েছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলো যেমন, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, প্রাক-শৈশব বিকাশ, যুব উন্নয়ন, শিক্ষায় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের মতো প্রকল্পে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছি। একইভাবে এডুকেশন ওয়াচ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ, ক্ষুদ্র পরিসরের একশন রিসার্চ, স্কুল মিল এডভোকেসির মতো উদ্যোগগুলোকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

এডভোকেসি উদ্যেগের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব : গণসাক্ষরতা অভিযান-এ একজন সিনিয়র কর্মী হিসেবে আমার কার্যকালে সংগঠনের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র স্থাপন ও রক্ষায় একটি অদম্য চিহ্ন রাখার চেষ্টা করেছি। এজন্য কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি, সহযোগিতামূলক আচরণ এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টা গণসাক্ষরতা অভিযানকে বৈশ্বিক মঞ্চে চালিত করতে অনুপ্রাণিত করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ভূমিকাকে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডক্টর আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, স্যার ফজলে হাসান আবেদ, ফ. র. মাহমুদ হাসান, আরমা দত্ত, যেহিন আহমদ, ড. মনজুর আহমদ, আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী, রাশেদা কে. চৌধূরী, কাজী ফজলুর রহমান, আ. ন. ম. ইউসুফ-এর মতো বরেণ্য ব্যক্তিরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তা অনন্য। একজন কর্মী হিসেবে প্রথমত আমি তাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে বোঝার চেষ্টা করেছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ নিয়েছি।

উপসংহার : বিগত সময়ে গণসাক্ষরতা অভিযান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেসব সংযোগ সৃষ্টি করেছে সেগুলো ধরে রাখা এবং শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং কৌশলগত সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সীমানা পেরিয়ে বৈশ্বিক নেটওয়ার্কের সুবিধা কাজে লাগানো এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিক্ষার অধিকারের পক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর প্রভাব এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে যে পথনির্দেশিকা রচিত হয়েছে তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ভবিষ্যতে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গণসাক্ষরতা অভিযানের ভূমিকা আরো সুদৃঢ় হবে- এই আমার প্রত্যাশা।

30 years of CAMPE

এক নজরে গণসাক্ষরতা অভিযান

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশে কর্মরত শিক্ষা কার্যক্রমসম্পন্ন সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট গণসাক্ষরতা অভিযান বিগত তিন দশক ধরে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে।

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনের অব্যবহিত পরে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী সাক্ষরতা আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯০-এর শেষ দিকে জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত ১৫টি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত প্রয়াস হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান আত্মপ্রকাশ করে। ধীরে ধীরে সংস্থাটি মৌলিক শিক্ষা নিয়ে কর্মরত সহস্রাধিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক মোর্চা হিসেবে পরিচিতি লাভে সমর্থ হয়।

সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট ১৮৬০-এর আওতায় নিবন্ধিত এ সংস্থাটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন, ইউএন এজেন্সি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ বহু আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক ব্যুরো অব এডাল্ট এন্ড বেসিক এডুকেশন (ASPBAE), ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডাল্ট এডুকেশন (ICAE), গ্লোবাল কল টু এ্যাকশন এগেইনস্ট পোভার্টি (G-CAP) এবং গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (GCE)। ইউনেস্কো গণসাক্ষরতা অভিযানকে বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বেসরকারি প্লাটফর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এরই ফলে অভিযান ইউনেস্কো CCNGO Coordination Group-এর নির্বাচিত সদস্য।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে সাক্ষরতা এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়ন উদ্যোগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ জনপ্রিয় করা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষার (EFA) লক্ষ্য অর্জনে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে টেকসই, গণমুখী নীতি নির্ধারণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে এডভোকেসি ও লবিং করতে গণসাক্ষরতা অভিযান অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য নানাবিধ নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম, সময়োপযোগী সমন্বয় ও সহায়ক সেবা প্রদান এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান সরকারের আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিপূরক ভূমিকা পালন করে থাকে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ব্যবস্থাপনা

- সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) প্রতি দু'বছর অন্তর অন্তর একটি কার্য-নির্বাহী পরিষদ (কাউন্সিল) গঠিত হয়। কাউন্সিল কর্তৃক নিয়োজিত একজন নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে পিএএমসি ইউনিট, আরএমইডি ইউনিট, ইএফএপিআইডি ও ম্যানেজমেন্ট ইউনিট নামের ৪টি প্রোগ্রাম ইউনিট-এর মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। এ ছাড়াও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এবং কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত একটি ম্যানেজমেন্ট টিম কর্তৃক সার্বিক কর্মপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়।
- সব ধরনের নীতিমালা ও বাজেট কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদনের পর তাদের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অভিযানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো অনুদান এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিয়মকানুন অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্যও কাউন্সিল নিয়মিত দিকনির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিং করে থাকেন।

প্রধান কার্যক্রমসমূহ

- শিক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও অন্যান্য অংশীজনদের সঙ্গে পলিসি এডভোকেসি ও লবিং।
- বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কিং।
- নীতি নির্ধারণীমূলক গবেষণা (যেমন- এডুকেশন ওয়াচ) পরিচালনা।
- শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ে উদ্ভাবনী মডেল সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিস্তরণ।
- এনজিও এবং অন্যান্য অংশীজনদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা নিয়ে আগ্রহী/কর্মরত নাগরিক সমাজের ভূমিকা সক্রিয়করণ।
- অব্যাহত শিক্ষা, মানসম্মত শিক্ষা ও মানসম্মত শিক্ষক, পরিবেশ শিক্ষা, শান্তি ও মূল্যবোধ শিক্ষা, প্রাক-শৈশব যত্ন ও বিকাশ, জেন্ডার সমতা, শিক্ষায় সুশাসন ইত্যাদির ধারণা সর্বপর্যায়ে বিস্তরণ।
- শিক্ষার প্রসার, স্কুলে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধে জনমত সংগঠন।
- শিক্ষা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়, সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমকে জোরালো ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সহায়তা প্রদান।

বাংলাদেশে শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের কয়েকটি প্রধান ভূমিকা ও অর্জন

- শিক্ষা নিয়ে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ঐক্যজোট এবং জাতীয়ভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়ন নেটওয়ার্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ।
- দেশ-বিদেশে শিক্ষা সেক্টরের একটি গ্রহণযোগ্য ফোরাম হিসেবে স্বীকৃতি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সদস্যপদ লাভ।
- 'এডুকেশন ওয়াচ' শীর্ষক গবেষণা এবং এ সংক্রান্ত রিপোর্টের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
- প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে বই প্রাপ্তির সুযোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা পালন।
- দেশব্যাপী 'এনএফই ম্যাপিং' প্রণয়ন ও সংরক্ষণে নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা পালন।
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি' বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনমত সংগঠন এবং প্রদত্ত সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্তিকরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং শিক্ষাক্রম পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- সরকার কর্তৃক দেশের প্রত্যন্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জন্য শিক্ষাদানে 'নমনীয় স্কুল পঞ্জিকা' প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন।
- তৃণমূল পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ ও কয়েক হাজার শিক্ষাকর্মীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দূর করার ক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, এনএফই পলিসি ২০০৬, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১, ইসিসিডি পলিসি ২০১৩ ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- বিভিন্ন সরকারি ফোরামে অংশগ্রহণ ক্রমাগত বৃদ্ধি।
- অভিযানের অভ্যন্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বের (Second Line Leadership) বিকাশ।
- বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে বেসরকারি সংগঠনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সদস্যপদ একটি নির্ণায়ক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ।
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক প্রণীত ফিডব্যাক-এর অন্তর্ভুক্তি।

30 Years of CAMPE

- অভিযান-এর সদস্য ও সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনদাবি উত্থাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন।
- গণসাক্ষরতা অভিযান-এর দীর্ঘ দিনের এডভোকেসির ফলে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ৫টি আদিবাসী ভাষায় শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন শুরু।
- বিভিন্ন পর্যায়ে নীতি প্রণয়নে শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সমিতিসমূহকে সংযুক্তকরণ।

আগামীর ভাবনা

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম জাতি গঠনে প্রয়োজন 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন। গণসাক্ষরতা অভিযান আশা করে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নসহ শিক্ষায় অভিগম্যতা, সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাসসহ শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে জাতিসংঘে গৃহীত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা" (SDGs) অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল গ্রহণ ও জনমুখী কর্মসূচিভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করে সকল সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি, বিশেষ করে আদিবাসী, প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং প্রত্যন্ত জনপদে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ পরবর্তী শিখন চাহিদাসমূহকেও বিশেষ বিবেচনায় আনা উচিত। এই লক্ষ্যে গণসাক্ষরতা অভিযানের যাবতীয় গবেষণা উদ্যোগ, এডভোকেসি ও লবিংসহ মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা ও সক্ষমতাবিকাশী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে এবং আগামীতে আরো বেগবান করা হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উন্নয়ন অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অভিযান প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্বাস করে কোনো একক শক্তির পক্ষে শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষাবিদ, গবেষক, গণমাধ্যমসহ সকল পেশাজীবী মানুষের যৌথ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। এ ধরনের যৌথ প্রয়াস সংগঠন ও সম্প্রসারণে গণসাক্ষরতা অভিযান সর্বদাই তৎপর থাকবে।

30 years of CAMPE

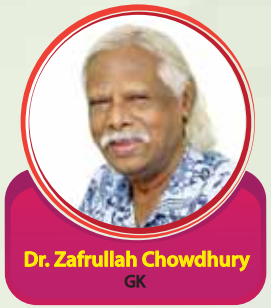

Down the memory lane

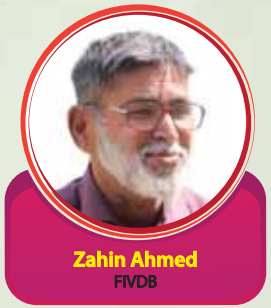

We remember our leaders who spearheaded this campaign

Sir Fazle Hasan Abed
BRAC

Dr. Zafrullah Chowdhury
GK

Zahin Ahmed
FIVDB

Rokeya Rahman Kabir
SNSP

Ataur Rahman
GUP

Jeffrey S. Pereira
CARITAS

Rokia Afzal Rahman
Arlinks Group

Susanta Adhikari
CCDB

Azizul Haq
BACE

Shafiqul H. Choudhury
ASA

Sheikh A Halim
VERC

Luna Shamsuddoha
Dohatec New Media

A. N. M. Eusuf

Nasreen Pervin Huq
Action Aid

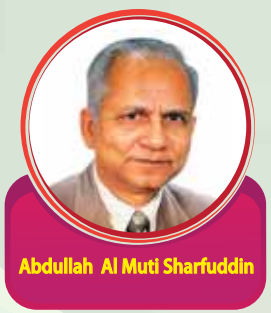

Kamaluddin Akbar
RDRS

M. Habibur Rahman
Save the Children

Nasir Uddin Ahmed
GUP

Abdullah Al Muti Sharfuddin

Brig. General Aftab Uddin Ahmed
UCEP Bangladesh

Shafique Khan
GK

Av‡jvi AwfhvÎv

30 years of CAMPE

Our Founding Members

Sir Fazle Hasan Abed (Late)
BRAC

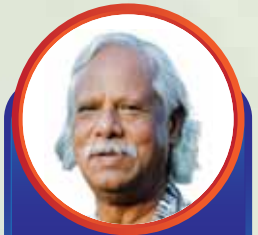

Dr. Zafrullah Chowdhury (Late)
GK

Rokeya Rahman Kabir (Late)
SNSP

Dr. F. R. Mahmood Hasan
GSS

Zahin Ahmed (Late)
FIVDB

Aroma Dutta
PRIP Trust

Jeffrey S. Pereira (Late)
CARITAS

Shafiqul H. Choudhury (Late)
ASA

Kazi Rafiqul Alam
DAM

Sheikh A Halim (Late)
VERC

Susanta Adhikari (Late)
CCDB

Azizul Haq (Late)
BACE

Marceline Rojario
RDRS

K. S. Huda (Late)
ADAB

Ataur Rahman (Late)
GUP

Qazi Faruque Ahmed
PROSHIKA

Current Council Members

2021-2023

years of CAMPE

COUNCIL MEMBERS

Kazi Rafiqul Alam
DAM
Chairperson

Aroma Dutta
PRIP TRUST
Vice Chairperson

Shishir Anjelo Rozario
CARITAS
Treasurer

Shamse Ara Hasan
GSS
Member

Bazle Mustafa Razee
FIVDB
Member

Ghulam Mustafa Dulal
GK
Member

Yakub Hossain
VERC
Member

Dr. Erum Mariam
BU-IED
Member

Mahbubul Islam
BACE
Member

Tapan Kumar Karmakar
RDRS
Member

George Ashit Singha
CCDB
Member

Kabita Bose
Plan International
Member

Zareen Mahmud Hosein
Snehasish Mahmud & Co.
Member

Philip Biswas
RRF
Member

Amrita Rejina Rozario
Sightsavers
Member

Moazzem Hossain
GBK
Member

Md. Monzurul Islam Chowdhury
GUP
Member

Mathura Bikash Tripura
ZKS
Member

Dr. Manzoor Ahmed
BEN
Adviser

Fouzia Haque
FAMES & R Chartered Accountants
Adviser

Jyoti F. Gomes
Bangladesh Catholic Education Board
Adviser

Rasheda K. Choudhury
CAMPE
Member Secretary

বিভিন্ন সময়ে যাঁরা গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলে দায়িত্ব পালন করেছেন (১৯৯২-২০২২)

- ফজলে হাসান আবেদ (প্রয়াত), ব্র্যাক
- আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন (প্রয়াত), গণসাক্ষরতা অভিযান
- ড. ফ. র. মাহমুদ হাসান, গণসাহায্য সংস্থা
- কাজী ফারুক আহমেদ, প্রশিকা
- যেহীন আহমদ (প্রয়াত), এফআইভিডিবি, সিলেট
- আতাউর রহমান (প্রয়াত), গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা
- ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী (প্রয়াত), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র,
- gvi‡mwjb wc. †ivRwil Aviw AviGm iscy
- রোকেয়া রহমান কবির (প্রয়াত), সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর পরিষদ
- জেফরী এস. পেরেরা (প্রয়াত), কারিতাস
- খাজা সামসুল হুদা (প্রয়াত), এডাব
- সুশান্ত অধিকারী (প্রয়াত), সিসিডিবি
- মুহাম্মদ আজিজুল হক (প্রয়াত), বেইস
- শফিকুল হক চৌধুরী (প্রয়াত), আশা
- শেখ এ. হালিম (প্রয়াত), ভার্ক
- কামাল উদ্দিন আকবর (প্রয়াত), আরডিআরএস
- আ. ন. ম ইউসুফ (প্রয়াত), গণসাক্ষরতা অভিযান
- শফিক খান (প্রয়াত), গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
- ড. খুরশীদ আলম, কোডেক
- নাসরিন পারভীন হক (প্রয়াত), একশন এইড
- ড. কাশেম চৌধূরী, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
- ড. এম. বি. জামান, ইউসেপ বাংলাদেশ
- হারুন অর রশিদ লাল, সলিডারিটি, কুড়িগ্রাম
- †mv‡qe wmw wK GKkb GB
- bwmgv †eMg wk wbjq
- ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম, বিজ্ঞান ও গণশিক্ষা কেন্দ্র
- হারুন অর রশিদ, প্রশিকা
- ড. বেনেডিক্ট আলো ডি. রোজারিও, কারিতাস
- Avn‡g` ZvRy Bmjvg wmwmw we
- Gg wmivRy Bmjvg †eBm
- ফারাহ্ কবির, একশন এইড
- . Gbvgy Kexi Aviw AviGm
- মো: বদরুল ইসলাম, বেইস
- †gv`v‡ Qi †nv‡mb gvmy cÖKv
- ব্রি. জে. (অব.) আফতাব উদ্দিন আহমেদ (প্রয়াত), ইউসেপ বাংলাদেশ
- . Av‡bvqvi †eMg weAvBw Gm
- জওশন আরা রহমান, ইউনিসেফ
- জাকি হাসান, ইউসেপ বাংলাদেশ
- ড. মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া, এডুকো
- মমতাজ খাতুন, আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা
- মথুরা ত্রিপুরা, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াছড়ি
- আসমা আক্তার মুক্তা, রাসিন, ফরিদপুর
- ললিত সি চাকমা, সাস, রাঙ্গামাটি
- ম. হাবিবুর রহমান (প্রয়াত), সেভ দ্য চিলড্রেন
- নাসির উদ্দিন আহমদ (প্রয়াত), গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা
- v. mwjgv ingvb Aviw AviGm iscy
- ceb wiwPj wmwmw we
- রোকেয়া আফজাল রহমান (প্রয়াত), আরলিঙ্কস গ্রুপ
- লুনা শামসুদ্দোহা (প্রয়াত), দোহাটেক নিউ মিডিয়া
- cvi fxb gvngỳ GdwmG
- মোঃ আবু তাহের, সুরভী
- খোন্দকার আরিফুল ইসলাম, সাইটসেভার্স ইন্টারন্যাশনাল
- আলাউদ্দিন খান, এনডিপি, সিরাজগঞ্জ
- kvgxgv jvBRybxjv Av‡jv bv‡Uvi
- শাহামীন এস. জামানা, গ্লোবাল কমপেক্ট নেটওয়ার্ক
- ড. শামীম ফেরদৌস, বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন
- Rwb Gg miKvi G ‡Kv
- আব্দুল হামিদ, এডুকো
- সুরাইয়া সিদ্দিকী, নিজেরা শিখি
- টমাস ডি কস্তা, কারিতাস
- Kgvi cÖxk ej GdAvBwfw we

গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য : আমাদের পথচলার সাথী

30 years of CAMPE

- Abyfe
- অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল এডভান্সমেন্ট (ওএসএ)
- অন্তরঙ্গ সমাজ কল্যাণ সংস্থা (এএসকেএস)
- আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস)
- Avb›`
- Avkœv
- আশ্রয় ফাউন্ডেশন
- আন্ডারপ্রিভিলেজড চিলড্রেন'স এডুকেশনাল প্রোগ্রামস বাংলাদেশ (ইউসেপ)
- ইনফ্যান্ট ডিউ মনডে (ইডিএম)
- ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এফেয়ার্স (আইডিয়া)
- BbwU‡MÖ‡UW †mvk vj † ‡fjc‡g›U এফোর্ড (আইএসডিই)
- ইউকে-বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্ট (ইউকেবিইটি)
- উদয়ঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)
- উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা (ইউএসএস)
- উদয়ন বাংলাদেশ
- উন্নয়ন
- উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি)
- উন্নয়ন সহযোগী টিম (ইউএসটি)
- উন্নয়নমুখী সমাজ কল্যাণ সমিতি (ইউএসকেএস)

- উত্তরা ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি (ইউডিপিএস)
- এসেড-হবিগঞ্জ
- এইড ফাউন্ডেশন (এআইডি)
- Gbwm l i † f j c‡g›U GKwRwfwUR di ভালনারেবল আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল wccj
- Gd GBP G‡mvwm‡qkb
- একসেস টুওয়ার্ড লাইভলীহুড এন্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন (এএলডব্লিউও)
- এস.ডি.এম ফাউন্ডেশন (সুকুমার দাশ মহন্ত ফাউন্ডেশন)
- G v‡mvwm‡qkb di BbwU‡MÖ‡UW †mvwm l-B‡KvbwgK † ‡f j c‡g›U di আন্ডারপ্রিভিলেজড পিপল (এসডাপ)
- G v‡mvwm‡qkb di wiqvjvB‡Rkb Ae বেসিক নিডস্ (আরবান)
- এ্যাসোসিয়শন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
- এ্যালায়েনস্ ফর কো-অপারেশন এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ (একলাব)
- G vKkbGB -evsjv‡`k
- এসো জাতি গড়ি (ইজেএজি)
- এসোসিয়েশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ (এআরএবি)

- GwMÖKvjPvi mvm‡UB‡bej GÛ সোসিও ইকোনোমিক অর্গানাইজেশন (এএসএসডিডিও)
- এডুকেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
- এডুকেশন, ডেভেলপমেন্ট এন্ড সার্ভিস (ইডিএএস)
- G ‡Kkb † ‡f j c‡g›U †mvmvBwU (টিসিএম)
- ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল (ডব্লিউএআরপি)
- ওয়ার্ল্ড কনসার্ন-বাংলাদেশ
- ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ
- কনসার্ন ফর এনভায়রনমেন্ট ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ (সিইডিএআর)
- কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড
- কারক সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি
- কারাপাড়া নারী কল্যাণ সংস্থা
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক)
- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (সিডিএ)
- কেরাণীগঞ্জ হিউম্যান রিসোর্সেস ডেভলপমেন্ট সোসাইটি (কেএইচআরডিএস)
- কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ফর ওমেন (সিডিওডব্লিউ)
- গরীব উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)

- গ্রামবাংলা উন্নয়ন কমিটি (জিইউসি)
- গ্রামীণ নারী উন্নয়ন সংস্থা
- গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (জিইউএস)
- গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)
- ঘাসফুল
- ছিন্নমূল মহিলা সমিতি (এসএমএস)
- জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন (জেসিএফ)
- জাগ্রত যুব সংঘ (জেজেএস)
- জুঁই সোসাইটি
- ঝানজিরা সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএসকেএস)
- টেরে ডে-স হোমস ইটালিয়া (টিডিএইচ ইটালিয়া)
- ট্যাক্ট ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (টিআরডি)
- ডাকভাঙ্গা
- ডিজ্যাবলড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিডিও)
- w RGej l‡qj‡dqvi †mvmvBwU (ডিডব্লিউএস)
- তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা (টিইউএসএ)
- তবিবুর রশীদ চৌধুরী হেলথ্ এন্ড
- থানাপাড়া সোয়ালোজ ডেভলপমেন্ট †mvmvBwU
- দ্য কোস্টাল এসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট (কোস্ট)
- দর্পণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র
- দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থা (বিডিএস)
- দরিদ্র ও পরিবেশ উন্নয়ন সোসাইটি (ডিএপিইউএস)
- দরিদ্র সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
- `wjZ
- দীপ্তি বাংলাদেশ
- দিগন্ত সমাজ কল্যাণ সমিতি (ডিএসকেএস)
- †bUR evsjv‡`k
- নব জাগরণ (এনজেএস)
- be Rxeb
- bI‡Rvqvb
- নরীয়া উন্নয়ন সমিতি (এনইউএসএ)
- নজীর (নতুন জীবন রচি)
- ন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি)
- নিজেরা শিখি
- নিডা সোসাইটি (নিডা)
- পল্লী কল্যাণ শিক্ষা সোসাইটি (পিকেএসএস)
- পল্লী সাহিত্য সংস্থা (পিএএসএস)
- পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)
- প্রচেষ্টা
- প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (পিইউএস)
- cÖvkv
- পায়াক্ট বাংলাদেশ
- cwc
- পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফবিএ)
- †cÖMÖf
- পিরোজপুর গণ উন্নয়ন সমিতি (পিজেইউএস)
- পিপল এডভ্যান্সমেন্ট সোশ্যাল এ্যাসোসিয়েশন (পাসা)
- ফ্রেন্ডশীপ
- †e‡ v
- বরেন্দ্র ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
- বর্ষা ফাউন্ডেশন (বর্ষা)
- বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ)
- evsjv‡`k †mvkvj † ‡fjc‡g›U একাডেমী (বিএসডিএ)
- বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশীপ সেন্টার (বিওয়াইএলসি)
- বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন (বিপিএফ)
- বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিস (বিইইএস)
- বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি (বিজিএস)
- বাঁচতে চাই সমাজ উন্নয়ন সমিতি (বিসিএসইউএস)
- বলিপাড়া নারী কল্যাণ সমিতি (বিএমকেএস)
- ey‡iv evsjv‡`k
- বিকল্প উন্নয়ন কর্মসূচি (বিইউকে)
- বিকশিত বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন (বিবিএফ)
- wf‡jR †mvkvj † fjc‡g›U অর্গানইজেশন
- ভিপিকেএ ফাউন্ডেশন

- ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ (ভাব)
- মাদার্স ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (এমডিএস)
- মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)
- যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থা (জেএসইউএস)
- রুম টু রিড বাংলাদেশ
- রুরাল ডেভলপমেন্ট সেন্টার (আরডিসি)
- রুটস্ সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (রুটস্)
- রূপান্তর
- iwmb
- রিসোর্স ইনটিগ্রেশন এন্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (রিসডা-বাংলাদেশ)
- wi j v‡q›U I‡gb † ‡f j c‡g›U অর্গানাইজেশন (আরডব্লিউডিও)
- রোভা ফাউন্ডেশন
- লাইট হাউজ
- শিশু পল্লী প্লাস (এসপিপি)
- শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
- শাপলা নীড়
- সচেতন কর্ম সহায়ক সংস্থা
- সবুজ বাংলা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা (সবুজ বাংলা)

- mgvnvi
- সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা (এসকেইউএস)
- সমন্বিত প্রমিলা মুক্তি প্রচেষ্টা (এসপিএমপি)
- সংশপ্তক (এসএসটি)
- সংগঠিত গ্রামউন্নয়ন কর্মসূচি (সংগ্রাম)
- সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ বাংলাদেশ (স্যাপ-বি)
- সামাজিক কল্যাণ সংস্থা (এসকেএস)
- mwj wiwU
- সুনীতি সংঘ (এসএস)
- mÿfx
- mkxjb
- সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল
- সোসিও-ইকোনমিক এন্ড রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (সেরা)
- স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি (এসইউএস)
- সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সাইন্স (সিএমইএস)
- সেবা ফাউন্ডেশন
- সেলফ্ হেল্প এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল পিপল থ্রু এডুকেশন এন্ড এন্টারপ্রেনারশীপ (এসএইচএআরইই)
- সোনার বাংলা ফাউন্ডেশন (এসবিএফ)
- সোনাতলা পার্সনস এসোসিয়েশন (এসপিপিএ)

- †mvk vj † ‡f j c‡g›U †cÖvMÖvg (এসওডিইপি)
- †mvk vj GÛ Gbf vqib‡g›U ডেভেলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (এসইডিএ)
- সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসডিএ)
- সোসিও হেলথ্ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প)
- সোসিও ইকোনমিক হেলথ্ এডুকেশন অর্গানাইজেশন (এসইএইচইও)
- †mwm I B‡KvbwgK † ‡f j c‡g›U অর্গানাইজেশন ফর দি পুওর (এসইডিওপি)
- †mwm I-B‡KvbwgK † ‡f j c‡g›U এ্যালায়েন্স্ (এসইডিএ)
- †mZz
- †mB›U evs j v‡`k
- সোশ্যাল ওমেন অর্গানাইজেশন (শোভা)
- স্পিড ট্রাস্ট
- †nvc
- †nvgj vÛ G v‡mwm‡qkb di †mvk vj ইমপ্রুভমেন্ট (হাসি)
- হেলথ এডুকেশন এন্ড ইকোনোমিক ডেভলপমেন্ট (হীড বাংলাদেশ)
- হাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ড (এইচএফডব্লিউ)
- হাই লাইট ফাউন্ডেশন (এইচএলএফ)

30 years of CAMPE

গণসাক্ষরতা অভিযানের কতিপয় প্রকাশনা

আলোকচিত্রে গণসাক্ষরতা অভিযানের তিন দশক

POLICY ROUND TABLE
People's Forum on MDGs (PFM)

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা
20th Annual General Meeting of CAMPE

National Consultation
EFA and the Post 2015 Development Agenda
A Civil Society Perspective, Bangladesh

Launching Ceremony
Education Watch 2006

NSDC
মতবিনিময় সভা

CSEF
মতবিনিময় সভা

National Conference
Right to Education

শিক্ষা সংলাপ

Stakeholder Consultation
on
School Meal

nsultation
Avenue, Dhaka
AMPE
dvocacy & Social Accountability
OUD
GPE

LIVE
Majumder Group
ASBRM
TMT-500CWR

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি
DHAKA REPORTERS UNITY
How the UN Transforming Education Summit must deliver for girls

শিক্ষা বাজেট
আমাদের প্রত্যাশা
CHANNEL

পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণের প্রকাশনা উৎসব

নীতিমালা ২০০৪ : প্রেক্ষিত জাতীয় উন্নয়ন
গণসাক্ষরতা অভিযান

'গৃহকর্মীর অধিকার
আমাদের অঙ্গীকার'

মতবিনিময় সভা

১ নভেম্বর ২০২১ । বিকেল ৩টা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি

100 MILLION FOR 100 MILLION
LET'S DO OUR BIT FOR CHILDREN!

'পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু প্রতিরোধ' বিষয়ক
বিভাগীয় কর্মশালা

Roundtable
on
World Drowning Prevention Day 2022
"Do One Thing to Prevent Drowning"

নগর ভবন

বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

সমীপে

২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটে

"শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট নাগরিক" তৈরির প্রেক্ষাপটে আমাদের

সবিনয় নিবেদন

আপনাদের সহায়তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ

- ব্র্যাক
- গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা (জিইউপি)
- Aviw AviGm
- ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক)
- গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এডুকেশন (বেইস)
- রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ)
- KwiZvm
- গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
- প্রিপ ট্রাস্ট
- †Rwib gvngy` †nv‡mb GdwmG
- w weGBP
- স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড
- নিউজিল্যান্ড ডেইরি
- AvBwcw wm
- প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
- ট্রাভেল ডায়রি

আস্থা রাখুন বিশ্বস্তের উপর
২০২২ সালে পরিশোধিত বীমা দাবি ৩১৫.৭৫ কোটি টাকা
২০২২ সালে বীমা দাবী পরিশোধের হার ৯৮%
২০২৩ সালে জুন মাস পর্যন্ত পরিশোধিত বীমা দাবি ১৮৯.৬৮ কোটি টাকা
আপনাদের আস্থা অর্জন করতে পেরে আমরা গর্বিত।
আজই প্রগতি লাইফের একটি বীমা পলিসি নিয়ে সুরক্ষিত থাকুন।
শিক্ষা বীমা
পেনশন বীমা
স্বাস্থ্য বীমা
মেয়াদী সঞ্চয়ী বীমা
বিস্তারিত জানতে কল করুন ১৬৭৫২
প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
আজীবন বিশ্বস্ত
প্রধান কার্যালয়: প্রগতি ইন্স্যুরেন্স ভবন, ২০-২১ কাওরান বাজার, ঢাকা ১২১৫

TRAVEL DIARY
প্রয়োজন যখন যেখানে আমরা সেখানে
আমাদের সার্ভিস
ডেইলি বেসিস কার রেন্টাল সার্ভিস
এয়ার পোর্ট পিক-ড্রপ
কর্পোরেট রেন্টাল সার্ভিস
স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তিতে গাড়ি ভাড়া
ফ্যামিলি পিকনিক ও ইভেন্ট সাপোর্ট
ওয়েডিং লাক্সারি কার সার্ভিস
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
কার ইম্পোর্ট এবং সেলস্
বেস্ট প্রাইস রেন্টাল
মানসম্মত এসি গাড়ি
সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত ড্রাইভার
কোনো হিডেন চার্জ নেই
উন্নত কাস্টমার সার্ভিস
24
০১৭১৩০৩৮৮৯৪
K-36, Kazi Nazrul Islam Road (Ground Floor)
Mohammadpur, Dhaka
www.facebook.com/traveldiary
info@traveldiarybd.com
www.traveldiarybd.com

IPDC ডিপোজিট

আপনার সঞ্চয় রাখুন

সর্বোচ্চ নিরাপত্তায়

সর্বোচ্চ ক্রেডিট রেটিং
AAA

প্রধান শেয়ারহোল্ডার
brac

18th Bangladesh Business Awards
সেরা আর্থিক প্রতিষ্ঠান

১৬৫১৯

ipdcfinance ipdcbd.com
১৬৫১৯; সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত

জাগো উচ্ছ্বাসে

IPDC FINANCE

New Zealand Dairy™
ফিট থাকার
সেরা সলিউশন
37% MORE PROTEIN
WEIGHT MANAGEMENT
99% FAT FREE
IMMUNITY BOOSTER
Shape up™
নন ফ্যাট হাই-প্রোটিন মিল্ক পাউডার
NON FAT HI-PROTEIN MILK POWDER
99% FAT FREE
LOW GLYCEMIC INDEX
LOW GI
CERTIFIED
ফিট এবং উজ্জীবিত থাকার জন্য
Shape up™
200ml
Shape up™
200ml
প্রতিদিন দুই গ্লাস
শেপ আপ™
লো ফ্যাট হাই-প্রোটিন মিল্ক পাউডার

ডিবিএইচ
সবারই হোক নিজের ঠিকানা

ডিবিএইচ এর সেবাসমূহ

- অ্যাপার্টমেন্ট লোন
- কনস্ট্রাকশন লোন
- গ্রুপ কনস্ট্রাকশন লোন
- হোম ইক্যুইটি লোন
- হোম এক্সটেনশন লোন
- ব্যালেন্স ট্রান্সফার লোন
- সেমিপাকা কনস্ট্রাকশন লোন
- পার্সোনাল লোন
- কার লোন
- সরকারি কর্মচারীদের জন্য হোম লোন

ডিবিএইচ এর শরিয়াহভিত্তিক সেবাসমূহ

- ইসলামিক হোম ফাইন্যান্সিং
- ইসলামিক কার ফাইন্যান্সিং

ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি

16562 | www.dbhfinance.com | dbhfinance

DBH Islamic | DBH